গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৩ বর্ষ ৯ সংখ্যা (ডিজিটাল) www.ganadabi.com ১৭ অক্টোবর ২০২০

নির্বাচনের স্বার্থে উৎসবকে ব্যবহারের প্রতিযোগিতায় নেমেছে শাসক দলগুলি

এস ইউ সি আই (সি) দলের রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য ১৭ অক্টোবর এক বিবৃতিতে বলেন,

"করোনা-অতিমারি জনিত দীর্ঘ লকডাউনের ফলে যখন জনজীবন বিপর্যস্ত, বিশেষ করে গরিব মানুষের রুটি-রুজি বাস্তবে বন্ধ, একের পর এক শিল্প-কারখানায় ঝাঁপ পড়ছে ও বেকারি বাড়ছে তখন দুর্গাপুজো ও সেই সম্পর্কিত নানা বিষয়ের সংগে সংশ্লিষ্ট লক্ষ লক্ষ নিম্নবিত্ত মানুষ যাদের এই সময় কিছু উপার্জন হয় তাদের আর্থিকভাবে সহায়তা প্রদান করাটা অত্যন্ত জরুরি ছিল। কিন্তু খুব বিস্ময়ের সঙ্গে আমরা লক্ষ করছি, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার তা না করে তাদের নেতা-মন্ত্রীরা আগামী বিধানসভা নির্বাচনের স্বার্থে এই উৎসবকে কতটা ব্যবহার করা যায় তার প্রতিযোগিতায় নেমেছেন। আগে ইমামভাতা ও সাম্প্রতিক পুরোহিত ভাতা প্রদানের ঘোষণার কারণও একই। ক্লাবগুলিকে আর্থিক অনুদান বাস্তবে একই উদ্দেশ্যেই করা হয়েছে। অথচ উৎসবের এই দিনগুলিতে সংক্রমণ প্রবলভাবে বাড়ার সম্ভাবনা থাকলেও তা প্রতিরোধে কার্যকরী কোনও ব্যবস্থার উল্লেখ সরকারগুলির তরফে নেই। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস উৎসবের এই মাসে সার্বজনীন পুজোর সংগঠকরা সংক্রমণ-বৃদ্ধি প্রতিরোধে এবং রাজ্যের গরিব মানুষদের সাহায্যে সক্রিয়ভাবে এগিয়ে আসবেন"।

অনাহারে মরছে মানুষ, ঘন্টায় ৯০ কোটি জমছে ধনকুবেরের সিন্দুকে

করোনা মহামারিতে ভারত নামক দেশটি কেমন আছে? প্রশ্নটা এক, উত্তরটা কিন্তু এক নয়। কারণ সঙ্গে সঙ্গে আর একটা প্রশ্ন উঠে আসে— কোন ভারত? ১৪০ কোটি ভারতবাসীর ৯৯ শতাংশের ভারত, নাকি বাকি ১ শতাংশের ভারত? ১ শতাংশের ভারত— উজ্জ্বলতার শেষ নেই তার। সে ভারতে ঘণ্টায় ৯০ কোটি টাকার সম্পদ বাড়ে একজনের। সে ভারতে নেই কোনও দুর্দশার চিত্র, নেই মন্দা, অনাহার, কর্মচ্যুতি, হাহাকার। সেখানে বেড়ে ওঠে বৈভব, বিলাস। সেখানে লকডাউনের বিরক্তি কাটাতে ভেসে পড়া যায় ব্যক্তিগত প্রমোদ তরীতে। উড়ে চলে যাওয়া যায় নির্জন নৈসর্গিক দৃশ্যে ভরা বিদেশি রিসর্টে। সে ভারতের নাগরিককে কাজ হারিয়ে শত শত মাইল হেঁটে ঘরে ফিরতে হয় না, তৃষ্ণায় একবিন্দু জল পেতে ছটফট করতে হয় না। সে ভারতে সভ্যতার স্রষ্টাদের সব মান খুইয়ে লঙ্গরখানার লাইনে কাড়াকাড়ি করতে হয় না। আর অন্য ভারত? সেখানে মাত্র দু'মাসে বাঁধা বেতনের চাকরি হারায় ২ কোটির বেশি লোক। সাড়ে ১২ কোটি শ্রমিক কাজ থেকে নির্বাসিত হয়। ৪০ কোটি নতুন করে তলিয়ে যায় দারিদ্রের অতল খাদে। সে ভারতে কর্মক্ষম (১৫ থেকে ৬০ বছর) ১০৩ কোটি মানুষের মধ্যে মাত্র ৪০ কোটির কাজ করার সুযোগ মেলে। করোনা বিপর্যয়ে ওই ৪০ কোটি গিয়ে দাঁড়ায় মাত্র ২৮.৩ কোটিতে। যারা কাজ পায়, দিনে দিনে তাদেরও শ্রমের মূল্য কমে, তারা এবং তাদের পরিবার পরিজন এগিয়ে চলে ধ্বংসের পথে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আত্মনির্ভর ভারত'। কিন্তু কোন সে ভারত? সে কি ওই ১ শতাংশের ভারত? যেখানে করোনা সংকটের সুযোগ নিয়ে রিলায়েন্স কর্তা মুকেশ আম্বানির সম্পদ ২ লক্ষ ৫ হাজার ১৩০ কোটি টাকা থেকে বেড়ে ৬ লক্ষ ৩৩ হাজার ৬৪০ কোটি টাকায় পৌঁছে যায়। ঘণ্টায় বৃদ্ধির হার দাঁড়ায় ৯০ কোটি টাকা। উইপ্রো, আদানি গোষ্ঠী, এইচসিএলের মালিকদের সাথে করোনা টিকার স্বপ্ন দেখিয়ে সিরামের মালিক সাইরাস পুনাওয়ালারও সম্পদ বেড়েই চলে। কত? ফোর্বস পত্রিকার তালিকা অনুযায়ী গৌতম আদানির সম্পদ বেড়েছে ৭১ হাজার ৫৪০ কোটি টাকা। অন্যদেরও ৩০ থেকে ৪০ হাজার কোটি টাকার সম্পদ বেড়েছে শুধু করোনার প্রথম পাঁচ মাসে।

কিন্তু এমন অবিশ্বাস্য পরিমাণে সম্পদ বাড়ল কী করে? আত্মনির্ভর হয়ে? উৎপাদনে পুঁজি খাটিয়ে দেশি পণ্য বানিয়ে?

দুয়ের পাতায় দেখুন

রেল এবং রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প বেসরকারিকরণ রুখতে

আন্দোলনে নাগরিক প্রতিরোধ মঞ্চ

'নাগরিক প্রতিরোধ মঞ্চ' দাবি তুলল রেল সহ রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পগুলিকে বেসরকারি মালিকদের হাতে বেচে দেওয়া চলবে না। দাবি উঠল জনবিরোধী কৃষি আইন, শ্রম সংস্কার আইন বাতিল করতে হবে, খাদ্য এবং অত্যাবশকীয় পণ্যের যথেচ্ছ মজুতদারির ছাড়পত্র দেওয়া চলবে না। ১২-১৫ অক্টোবর পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে প্রতিবাদ কর্মসূচির ডাক দিয়েছিল নাগরিক প্রতিরোধ মঞ্চ। এই ডাকে সাড়া দিয়ে প্রতিটি জেলাতেই সাধারণ নাগরিকদের অংশগ্রহণ ছিল চোখে পড়ার মতো। চারদিন ধরে জেলা, মহকুমা স্তরে প্রশাসনের কাছে ডেপুটেশন, বিক্ষোভ, অবরোধ, মিছিল নানা কর্মসূচি পালিত হয়।

১৫ অক্টোবর কলকাতার সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার থেকে শিয়ালদহ পর্যন্ত মিছিলে নেতৃত্ব দেন নাগরিক প্রতিরোধ মঞ্চের আহ্বায়ক প্রাক্তন সাংসদ ডাক্তার তরুণ মণ্ডল। তাঁর নেতৃত্বে চারজনের প্রতিনিধি দল শিয়ালদহের ডিআরএমের সঙ্গে দেখা করে রেল বেসরকারিকরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান। রেল যাত্রীদের নানা দাবি সহ, হকার, ভেন্ডর, পরিচারিকা, নির্মাণ কর্মীদের কম খরচের মান্থলি ইত্যাদি অধিকার চালু রাখার দাবি জানায় প্রতিনিধি দল। স্মারকলিপির বেশ কিছু বিষয়ের সাথে ডিআরএম সহমত পোষণ করেন। স্মারকলিপি দিতে যাওয়ার সময় রেল কর্মীরাও প্রতিনিধি দলকে সমর্থন করেন। শিয়ালদহ কোলে মার্কেটের সামনে প্রতিবাদ সভায় ডাক্তার তরুণ মণ্ডল সহ বিভিন্ন বক্তা কেন্দ্রীয় সরকারের এই আক্রমণের বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখেন। রাজ্যের নানা স্থান থেকে আসা সবজি বিক্রেতা, হকার, দোকানদার, গাড়ি চালক, ভ্যান চালক সহ নানা স্তরের মানুষ এগিয়ে এসে মঞ্চের সাথে যুক্ত হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কারণ, রেল বেসরকারি হাতে গেলে ইচ্ছামতো ভাড়া বাড়বে, হকারদের উপর নানারকম চার্জ ও শর্ত চাপবে। উঠে যাবে প্রবীণ নাগরিকদের জন্য ছাড়, প্রতিবন্ধী ছাড়। বন্ধ হয়ে যাবে জনস্বার্থে ভরতুকি দিয়ে টিকিটের দাম কমানোর বিষয়টি। বিলুপ্ত হবে বহু পদ। কমে যাবে নিয়োগ। ফলে এ এক সর্বনাশা আক্রমণ।

শিয়ালদহ কোলে মার্কেটের সামনে সভায় বক্তব্য রাখছেন তরুণ মণ্ডল। ১৫ অক্টোবর

ওই দিন কলকাতার লেক মার্কেট থেকে বালিগঞ্জ স্টেশন পর্যন্ত মিছিল হয়। বালিগঞ্জে স্টেশন মাস্টারকে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। জনবিরোধী বিলের কপিতে অগ্নিসংযোগ করেন ট্রেড ইউনিয়ন নেতা ও মঞ্চের রাজ্য কমিটির সদস্য শান্তি ঘোষ। প্রতিবাদ সভায় বহু মানুষ অংশ নেন। কলকাতায় আর একটি মিছিল হয় জিঞ্জিরা বাজার থেকে ব্রেস ব্রিজ স্টেশন পর্যন্ত। ব্রেস ব্রিজের স্টেশন মাস্টারকে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। স্টেশনে প্রতিবাদ সভায় স্থানীয় বস্তিবাসী শ্রমজীবী মহিলারা খুবই উৎসাহের সাথে যোগ দেন।

প্রতিবাদ মিছিল এবং বিক্ষোভ হয় কোচবিহার, কৃষ্ণনগর, শিলিগুড়ি সহ বিভিন্ন জেলা শহরে। দক্ষিণ ২৪ পরগণার নামখানা স্টেশন সহ বহু জায়গায় বিক্ষোভ হয়।

নাগরিক প্রতিরোধ মঞ্চ দলমত নির্বিশেষে সমস্ত খেটে খাওয়া মানুষের কাছে ডাক দিয়েছে ব্যাপক জনগণের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার। এই কাজে স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ এবং গণকমিটি গঠন শুরু হয়েছে।

ঘন্টায় ৯০ কোটি জমছে ধনকুবেরের সিন্দুকে

একের পাতার পর

পুঁজিবাদের ঘোর সমর্থকরাও তা বলতে ঢোক গিলছেন। যেমন, ১৩ অক্টোবর আনন্দবাজার পত্রিকা মন্তব্য করেছে ‘পণ্যের ঠিক দাম আবিষ্কারের দক্ষতায় মরচে পড়েছে বাজারের’। যত রেখে ঢেকেই বলা হোক না কেন, দিল্লি স্কুল অফ ইকনমিক্সের গবেষণার উল্লেখ করে যা বলেছে তার মানে দাঁড়ায়, পণ্য উৎপাদনে শ্রমশক্তি যে মূল্য যোগ করে তার অতি নগণ্য অংশই শ্রমিককে দেয় পুঁজিবাদী ব্যবস্থা। ওরা বলে কর্মীদের উৎপাদনশীলতা কমছে, কিন্তু আর একটু চেপে ধরলেই বেরোয় জাতীয় আয়ে শ্রমিকের অংশ কমছে। আসলে যেটা বলতে চায় না, লুঠ হচ্ছে শ্রমিকের প্রাপ্য শ্রমশক্তির মূল্য। ওই গবেষণাই জানিয়েছে, বাজার ক্রমাগত দখল করছে দৈত্যাকার বড় পুঁজির মালিক মুষ্টিমেয় একচেটিয়া বহুজাতিক সংস্থা। ফলে পুঁজিবাদী বাজারে ‘প্রতিযোগিতা’ শব্দটির অর্থ প্রায় নেই বললেই আজ চলে। যত একচেটিয়াকরণ হয়, ততই কমে শ্রমিক নিয়োগ। কমে চলে শ্রমিকের প্রাপ্য। তাহলে পুঁজি ধরে আনলেই আত্মনির্ভর হবে ভারত? নাকি একচেটিয়া পুঁজিই পরজীবীর মতো শুষে নিচ্ছে সমাজের সম্পদ? আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার এশিয়া প্যাসিফিক রিপোর্ট-২০১৭ এবং আজিম প্রেমজি বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই গবেষকের অনুসন্ধান দেখিয়েছে, ১৯৮০-৮১ সালে ভারতে সংগঠিত ক্ষেত্রে শ্রমিক তার শক্তি নিংড়ে ১০০ একক নতুন মূল্য উৎপাদন করলে তার ভাগে পড়ত ২৮.৫ শতাংশ। সেই পরিমাণ কমতে কমতে ২০১১ সালে দাঁড়ায় ১১.২ শতাংশ, ২০১৪-তে তা ৯ শতাংশের নিচে চলে গেছে।

তা হলে মোদী সাহেবের তথাকথিত আত্মনির্ভর ভারতের ধনবৃদ্ধির আসল নির্ভরতা কোথায়? এক নম্বরে আছে শ্রমশক্তির সীমাহীন লুঠ, নির্মম শ্রমিক শোষণ। আর দ্বিতীয় নির্ভরতা — এই বিপুল পুঁজি খাটাবার ধরন। বস্তুগত কিংবা পরিষেবা উৎপাদনে কি খেটেছে এই বিপুল পুঁজি? না, প্রধানমন্ত্রী যে ক্ষণে ক্ষণে ‘আত্মনির্ভরতা’ আর পুঁজি বিনিয়োগের কথা শোনান, তার আসল বৃদ্ধি হয়েছে শেয়ার বাজারে, ফাটকায়— কোনও উৎপাদনে নয়।

তাই অর্থনীতি যখন তলিয়ে গিয়ে বৃদ্ধি দেখায় শূন্যের ২৪ শতাংশ নিচে, তখনও ধনকুবেরদের মুনাফা-মেশিন ছুটতে থাকে। ছোট বড় অসংখ্য সংস্থায় লালবাতি জ্বলেছে। সরকারি হিসাবে প্রায় ৮০ হাজার। কিন্তু তাতে বড় কোম্পানির পোয়াবারো হয়েছে। ব্যাঙ্কে সুদ কমার ফলে যে মধ্যবিত্তরা সঞ্চয়ের জন্য শেয়ার বাজারে ঝুঁকতে বাধ্য হয়েছেন, তাদের পকেট কেটে বিপুল দাম তুলেছে বড় বড় কোম্পানি। উৎপাদনে কিংবা শ্রমিকের মজুরিতে এক পয়সা খরচ না করেই বিপুল পুঁজিবৃদ্ধির সুফলে ধনকুবেরদের সিন্দুক উপচে পড়ছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর শক্তিকান্ত দাস পর্যন্ত বলছেন, শেয়ার বাজারের বিপুল বৃদ্ধির সাথে প্রকৃত অর্থনীতির কোনও যোগ নেই (ইন্ডিয়া টুডে, ৩.০৯.২০২০)। এই মহামারির আগেই অক্সফ্যাম ইন্টারন্যাশনাল সংস্থার সমীক্ষা দেখিয়েছিল ভারতের সাড়ে ৯৫ কোটি মানুষ সবাই মিলে যা আয় করেন, ১ শতাংশ করে তার চার গুণ। তাই প্রধানমন্ত্রীর ‘আত্মনির্ভর’ ভারতের স্লোগান, পুঁজি ধরে আনা, বিনিয়োগ বাড়ানোর দাওয়াই— কোনও কিছুতেই সাধারণ মানুষের কোনও উপকার হয় না।

একটা কথা বললেই করপোরেট সাহেবকুল আর তাদের খিদমদগার সরকারি কিংবা বিরোধী ভোটবাজ দলগুলির নেতাদের ভুরু কুঁচকে যাবে। কিন্তু মহান নেতা লেনিনের কথা এখানে স্মরণ না করে উপায় কী? লেনিন তাঁর ‘পুঁজিবাদ সাম্রাজ্যবাদের সর্বোচ্চ পর্যায়’ নামক বিখ্যাত রচনায় দেখাচ্ছেন, পুঁজিবাদের সংকটগ্রস্ত দশা এবং সাম্রাজ্যবাদের যুগে মুনাফার প্রধান চাবিকাঠিটা রয়েছে ফিনান্স কারচুপির ‘প্রতিভাবানদের হাতে’। দেখিয়েছিলেন সাম্রাজ্যবাদের যুগে ফাটকা কারবারটাই পুঁজি মালিকদের মুনাফা শিকারের অন্যতম প্রধান উৎস হয়ে দাঁড়ায়। আজকের করোনা মহামারির সংকটের দিনে দেখা যাচ্ছে এ কথা কত বড় সত্য। সংবাদপত্রই বলছে, এই বিপুল লাভের উৎস প্রধানত শেয়ার বাজারের খেলা। আজ সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়নের যুগে অনেক মাথা ঘামিয়ে বড় বড় সব অর্থনীতিবিদরা আবিষ্কার করছেন, অর্থনীতির বহর বাড়ছে, ‘গ্রোথ’ হচ্ছে কিন্তু দেশের মানুষের আয় বাড়ছে না, কর্মসংস্থান বাড়ছে না। বাজারে চাহিদা বাড়ছে না। আবার অর্থনীতি তলিয়ে গেলেও এক দলের আয় কমে না বরং বেড়ে যায়। পণ্ডিতরা অনেক মাথা চুলকেও কারণটা ধরতে পারছেন না।

সারা পুঁজিবাদী দুনিয়ার চিত্রটা আজ এই। নোবেল জয়ী অর্থনীতিবিদ জোসেফ স্টিগলিৎজ দেখিয়েছেন খোদ মার্কিন মুলুকে ৯০ শতাংশ সাধারণ মানুষের প্রকৃত আয় (মূল্যবৃদ্ধি ছাপিয়ে গিয়ে যতটা আয় হাতে থাকে) গত ৪০ বছরে বাড়েনি। প্রকৃত মজুরি বাড়েনি ৬৫ বছর। আমাদের ভারতও তার ব্যতিক্রম নয়। এই করোনা মহামারির পাঁচ মাসে ভারতে ধনকুবের ১ শতাংশের আয় বেড়েছে ২১৩ শতাংশ। অন্য দিকে সাড়ে ৯৫ কোটির বেশি মানুষের আয় ১ শতাংশও বাড়েনি। সংবাদমাধ্যম সাফাই গায়, বৈষম্যটাই আসল শত্রু। সেটা হটাতে পারলেই আবার চাকা গড়াবে অর্থনীতির। কিন্তু বলতে সাহস পায় না— বৈষম্যটা আসলে কারণ নয়, ওটা হল রোগের লক্ষণ। বৈষম্যের আসল কারণটা হল পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। ভাইরাসের মতোই যা সমাজের সব জীবনীশক্তিকে ধ্বংস করে।

রোগটাকে না সারিয়ে লক্ষণটা নিয়ে মাথা ঘামালে কি চিকিৎসা হয়? ‘আত্মনির্ভর’ তো আসলে শ্রমিক, সে সবচেয়ে অবহেলিত। পরজীবীর মতো তাকে শোষণ করে বেঁচে থাকে পুঁজিমালিক। এই পরজীবী সমাজটাকেই উচ্ছেদ করলে তবেই মিলবে সমস্যার সমাধান।

৭৫০০ টাকা বেতনের দাবি পরিচারিকাদের

পরিচারিকাদের পরিচয়পত্র প্রদান, সামাজিক সুরক্ষা যোজনায় নাম নথিভুক্তকরণ, ন্যূনতম মাসিক সাড়ে সাত হাজার টাকা ভাতা, সপ্তাহে একদিন ছুটি এবং করোনা আবহে বেতন বন্ধনা করা সহ নানা দাবিতে ৭ অক্টোবর মানিকতলা মোড়ে সারা বাংলা পরিচারিকা সমিতির পক্ষ থেকে বিক্ষোভ ও সভা অনুষ্ঠিত হয়। শ্রমিক সংগঠন এআইইউটিইউসি-র নেতৃত্বে রেল-বিমা-কয়লাখনি সহ নানা ক্ষেত্রে ব্যাপক বেসরকারিকরণের বিরুদ্ধে সপ্তাহব্যাপী যে প্রতিবাদ কর্মসূচি ঘোষিত হয়েছিল তারই অংশ হিসেবে এই কর্মসূচি পালিত হয়। বক্তব্য রাখেন সন্ধ্যা পাল, আলিমা বিবি, সন্ধ্যা ভুঁইয়া প্রমুখ। সমগ্র কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেন পরিচারিকা সমিতির জেলা নেতৃত্ব অসীমা পাহাড়ি এবং এআইইউটিইউসি-র জেলানেতা জ্ঞানানন্দ রায়।

জীবনাবসান

মুর্শিদাবাদ জেলার হরিহরপাড়া উত্তর লোকাল কমিটির অন্তর্গত সুন্দলপুর গ্রামে দলের কর্মী কমরেড গোলাম গাউস গত ৪ অক্টোবর শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বয়স হয়েছিল ৭০ বছর। ৬৬’-৬৭’ সালে কলেজে পড়ার সময় ছাত্র সংগঠন ডিএসও-র সঙ্গে যুক্ত হয়ে ধীরে ধীরে দলের সঙ্গে যুক্ত হন এবং এলাকায় সংগঠক হিসাবে দায়িত্ব নিয়ে কাজ শুরু করেন। পরে

তিনি পদ্মনাভপুর হাই মাদ্রাসায় সহ-শিক্ষক হিসাবে নিযুক্ত হন এবং সুনামের সঙ্গে কর্মজীবন শেষ করেন। তিনি শিক্ষক এবং শিক্ষা আন্দোলন গড়ে তুলতে জেলাতে একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। মাধ্যমিক শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সমিতি এবং সেভ এডুকেশন কমিটির জেলা কমিটির সদস্য ছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে। এলাকার বহু সাধারণ মানুষ এবং দলের কর্মী, সমর্থকরা তাঁকে শ্রদ্ধা জানাতে তাঁর বাড়িতে উপস্থিত হন। ৭০ বছর বয়সেও তিনি দলের কর্মসূচিতে উৎসাহের সঙ্গে অংশগ্রহণ করতেন এবং অন্যদের অংশগ্রহণের জন্য আহ্বান জানাতেন।

কমরেড গোলাম গাউস লাল সেলাম

উত্তর ২৪ পরগণার স্বরূপনগরের দলের দৃঢ় সমর্থক কমরেড পাঁচুগোপাল বিশ্বাস দীর্ঘ রোগভোগের পর ২৯ সেপ্টেম্বর হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে বসিরহাট জেলা হাসপাতালে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৬৮ বছর। পরদিন সকালে মরদেহ তাঁর বাড়িতে

আনা হলে দলীয় কর্মীরা ছুটে যান। মরদেহে মাল্যদান করেন দলের জেলা কমিটির সদস্য কমরেড জয়ন্ত সাহা, কৃষক সংগঠনের জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড ছোট্টু মির্জা প্রমুখ। বরাবরই বাম মানসিকতার কমরেড পাঁচুগোপাল সিপিএমের সাথে দীর্ঘকাল যুক্ত থেকেও ওই দলের অবাম নীতি, বিশেষ করে সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম আন্দোলন দমনে ওই দল পরিচালিত সরকারের ভূমিকা তাঁর ভেতরে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল, কিন্তু প্রকৃত বামপন্থার প্রতি আস্থা অটল ছিল। পূর্ব সম্পর্কের সুবাদে স্থানীয় এস ইউ সি আই (সি) নেতৃত্বের সাথে মতাদর্শগত আলোচনার ধারাবাহিকতায় তিনি দলের চিন্তার সংস্পর্শে আসেন। তিনি নিয়মিত সাপ্তাহিক ক্লাসে থাকতেন। বিশেষ কারণে নির্ধারিত প্রার্থী দাঁড়ানোয় অসমর্থ হলে শেষ মুহূর্তের প্রস্তাবে তিনি দ্বিধাহীন চিত্তে রাজি হন। তাঁর প্রয়াণে দল হারাল একজন একনিষ্ঠ দৃঢ় সমর্থককে। ১৪ অক্টোবর দলীয় কার্যালয়ে প্রয়াত কমরেডের স্মরণসভা হয়।

কমরেড পাঁচুগোপাল বিশ্বাস লাল সেলাম

হাথরস কাণ্ডে ন্যায়বিচারের পথে বাধা কোথায়

হাথরসের এক গ্রামে ১৯ বছরের মনীষা বাল্মিকী গণধর্ষিতা হয়ে ১৫ দিন মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ে দিল্লির এক হাসপাতালে মারা গেল। শুধু ধর্ষণ নয়, দুষ্কৃতীরা তার জিভ ছিঁড়ে দিয়েছে, মৃত্যু নিশ্চিত করতে মেরুদণ্ডের হাড় ভেঙে দিয়েছে, শরীর ক্ষতবিক্ষত করেছে। নির্যাতিতার পরিবার অভিযোগ জানিয়েছে এবং মেয়েটি নিজে প্রবল শারীরিক যন্ত্রণা নিয়েও জবানবন্দী দিয়েছে—

উত্তরপ্রদেশ

সে ধর্ষিতা, অত্যাচারিতা। তা নিয়ে দেশ তোলপাড়। তোলপাড় হওয়াই উচিত।

'মহান' এই দেশে আইনের চোখে সবাই সমান হলেও দেশটা ভারতবর্ষ হওয়ায় এবং তার সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ হিন্দুসমাজ হওয়ায় বাস্তব চিত্রটা একেবারেই অন্য রকম। যে সমাজটা জাত-পাতের উঁচু-নিচুর সুকঠিন কাঠামো দিয়ে গড়া, সেই সমাজে অপরাধ বিচারে তাই শুরু হল জাত-পাতের হিসাব-নিকেশের কাঁটাছেড়া। সরল একটা সমীকরণ দাঁড় করানো হল— মেয়েটি দলিত সম্প্রদায়ভুক্ত এবং যারা অভিযুক্ত তারা ঠাকুর সম্প্রদায়ের।

বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশ ভারতের একটি অঙ্গরাজ্য উত্তরপ্রদেশের ঘটনা এটি। গণতন্ত্র সেখানে 'বিরাজমান'। কিন্তু গণতন্ত্র তো আর স্বয়ংক্রিয় যান নয় যে একা একা চলবে! ওটাও কাউকে চালাতে হয়। চালায় ভোটের ফলাফলে জেতা দলের লোকজন। এই লোকজনেরও নানা হিসাব নিকেশ আছে, আছে জটিল অঙ্ক। সে অঙ্ক মেলাতে পারাটাই আসল। ফলে অভিযোগ এল, আর সঙ্গে সঙ্গে প্রশাসন পুলিশ অ্যাকশন নিতে শুরু করল — ব্যাপারটা এমন মোটেই নয়।

এই রাজ্যে স্বয়ং দলিতনেত্রী মায়াবতী আছেন, আছেন পিছড়ে বর্গের মুলায়মজি এবং তাঁর পুত্র অখিলেশজি। ভীমসেনার প্রধান চন্দ্রশেখরজিও এখন দলিতস্বার্থের অন্যতম মুখ বলে প্রচারিত। প্রথমোক্ত তিনজন নিজেরাই বড় সমস্যায়। গণতন্ত্রের পাহারাদার মোদিজির হাতে সিবিআইয়ের লাটাই। দুর্নীতি বা দলিতদের কোনও ইস্যু নিয়ে তেড়েফুঁড়ে উঠে মোদিজি বা তাঁর দলকে বেকায়দায় ফেলতে চাইলেই সেই লাটাইয়ে টান পড়ে। অতএব হাথরসের এতবড় ইস্যুকে শুধু তাঁদের ফ্যালফ্যাল করে দেখতে হচ্ছে। ভীমসেনা প্রধান বলে দিয়েছেন — তিনি ছাড়বেন না, তাঁকে রোখা যাবে না। যেমনটি মায়াবতীজিরা আগে বলতেন!

যোগীজি নিজে ঠাকুর সম্প্রদায়ের লোক। তার ওপর তিনি যোগীপুরুষ।

সমীকরণটা হল, মায়াবতীর সমর্থকরা নিশ্চুপ, নিশ্চুপ অখিলেশজি এবং তাঁর পিতাজি। সে রাজ্যের মুসলমানরা কথা বললে তো 'কাফিল খানের পরিণতি'। কংগ্রেস দলটি সে রাজ্যে অতি দুর্বল। ফলে সবদিকই প্রায় সামলানো গেল।

এতদিক সামলানো গেলেও এদিকে জনমনে 'ছি ছি রব' এবং মিডিয়ার 'বাড়াবাড়ি'। তাই এবার দ্বিতীয় অঙ্কে প্রবেশ।

বিজেপির এক নেতার কথায় 'পরিবারের সম্মতি নিয়েই মেয়েটির দেহ জ্বালিয়ে দিয়েছে পুলিশ'। অতএব পুলিশ 'নির্দোষ'। 'মেয়েটিকে ধর্ষণের কোনও প্রমাণ নেই'— বলেছে স্বয়ং পুলিশ। এই সূত্রেই ঠাকুর সম্প্রদায়ের সাত-আটশো লোক জমায়েত হয়ে দাবি জানিয়েছে,— পুলিশ তা হলে তাদের নির্দোষ ছেলেদের গ্রেপ্তার করে রেখেছে কোন আইনে? এক অভিযুক্ত বলেছে, মেয়েটির সাথে তার প্রেমের সম্পর্ক ছিল। পরিবার তা মানতে পারেনি, তাই মেয়েটির ভাই এবং মা মেয়েটিকে মেরে ফেলেছে। ইতিমধ্যে যোগী সরকার খোঁজ পেয়ে গিয়েছে এই ঘটনা নিয়ে জাতি-দাঙ্গা বাধানোর জন্য এক আন্তর্জাতিক 'সাজিস' এর। এই পরিস্থিতিতে পুলিশের পক্ষ থেকে অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তিদের নামে ১৯ এফআইআর করা হয়েছে। তাদের একজন নাকি নির্যাতিতার পরিবারকে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে মিথ্যা কথা বলার জন্য ৫০ লক্ষ টাকা দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়েছিল। এদিকে ষড়যন্ত্র তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করতে উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন ডিজিপি অভিযোগ করেছে একটি সংগঠনের সঙ্গে একশো কোটি টাকা নাকি এর জন্য লেনদেনও হয়ে গিয়েছে। যদিও কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ইডি দায়ে পড়ে বলতে বাধ্য হয়েছে যে এমন ধরনের লেনদেনের খবর তাদের জানা নেই। তবুও সেই প্রাক্তন ডিজিপি-র বিরুদ্ধে সরকার কোনও ব্যবস্থা নিল না। 'ষড়যন্ত্র তত্ত্ব' অনুযায়ীই ৫ অক্টোবর হাথরাস যাওয়ার পথে চার সাংবাদিককে গ্রেপ্তারও করে ফেলেছে যোগী আদিত্যনাথের পুলিশ। ঘটনাক্রমে সেই চারজন সাংবাদিক আবার ধর্মে 'মুসলমান'।

দেশে এতকিছু ঘটলেও মোদিজির মুখে এনিয়ে 'টু-শব্দটি' নেই। তিনি এখন 'মাস্ক-আপ ইন্ডিয়া' নিয়ে পুরো প্রশাসনকেই নামিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু তাঁর বড় মাথাব্যথা হল বিহারের নির্বাচন। উত্তরপ্রদেশের অঙ্কের সঙ্গে বিহারের সমীকরণ মেলে না। দলিত সেন্টিমেন্টে পাঁচ বছর আগের ভোটে বিহারে তাঁর দলের হাল কী হয়েছিল তা তিনি নিশ্চয়ই স্মরণে রেখেছেন। তাই তিনি না পারছেন গিলতে, না পারছেন ওগরাতে।

এ সবই 'ভোট রাজনীতির খেলা'। কিন্তু দলিত নির্যাতিতার বিচারের কী হবে? সেই পরিবারের পক্ষে 'দলিতদের' নিয়ে যাঁরা লড়ছেন, তারা কি পারবেন দলিত নির্যাতন রোধ করতে? নাকি জাত-পাতের রাজনীতির প্যাঁচে পড়ে উল্টো ফল হবে? এই প্রশ্নটা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। তাই দলিত নিয়ে 'উচ্চবর্ণে'র গর্বিত মানুষদের মনোভাবটা কী তা একটু ফিরে দেখা প্রয়োজন।

এই ভারতবর্ষই কিছুদিন আগে দেখেছে তামিলনাড়ুর ভেলোর জেলার বানিয়ামবাড়ি এলাকার কুপ্পান নামে দলিত সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তির মৃতদেহ পালান নদীর সেতুর উপর থেকে দড়ি বেঁধে নিচে নামানো হচ্ছে। কারণ, পায়ে হেঁটে শ্মশানে যেতে যে রাস্তাটা পেরোতে হয়, সেটা 'উচ্চবর্ণে'র যাতায়াতের পথ। সেখানে দলিতের পা রাখার অধিকার নেই। তাই, 'অস্পৃশ্য'র মৃতদেহ দড়িতে ঝুলিয়ে নদীর চরে ফেলা ছাড়া উপায় ছিল না! রাজস্থানের মেহসানা জেলার লোহর গ্রামে দলিত সম্প্রদায়ের মেহুল পারমার ঘোড়ায় চড়ে বিয়ে করতে যাওয়ায় গ্রামের সরপঞ্চ ও সহকারী সরপঞ্চ ঘোষণা করে হরিজনরা ঘোড়ায় চড়ে বিয়ে করতে গিয়ে চরম সামাজিক সীমা ছাড়িয়েছে, তাই তাদের সামাজিক বয়কট করা হল। উত্তর প্রদেশের হরদোই জেলার ভাদেসায় দলিত পরিবারের মনু কুমারের সাথে এক উচ্চবর্ণের পরিবারের মেয়ের ভালবাসার সম্পর্ক থাকায় মনুকে কেরোসিন ঢেলে তাকে পুড়িয়ে মারা হল। হাথরসের জঘন্য অত্যাচারও তো এরই ধারাবাহিকতা।

এ ধরনের অত্যাচারের কাহিনী তালিকা দিয়ে শেষ করা যাবে না। আইনও এইসব অত্যাচার ও অপরাধ আটকাতে পারছে না। 'এক দেশ, এক আইন' ছেড়ে আলাদা করে The Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act করেও সামাজিক এই অত্যাচার আটকানো যাচ্ছে না।

তা যাবেই বা না কেন! সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার মস্তিষ্ক থেকে যাঁদের জন্ম, সেই ব্রাহ্মণরা কেন পা থেকে জন্মানো শূদ্রদের দ্বারা দূষিত করা চলার পথে হাঁটবে? কেন 'নিচুজাত' হয়ে 'উঁচুজাতের' মেয়েকে ভালবাসবে? হরিজন হয়ে কেন ঘোড়ায় চড়ে বিয়ে করতে যাবে? তা হলে ব্রাহ্মণরা আর তাদের থেকে আলাদা কী? এ তো শাস্ত্র কথিত। তাকে মান্যতা না দেওয়াই তো সামাজিক অপরাধ!

এ প্রসঙ্গে দেশের গণ্যমান্যদের কথা শোনা যাক। কিছুদিন আগে, ১৯ জুলাই'১৯, কোচি শহরে তামিল ব্রাহ্মণদের 'গ্লোবাল মিট'-এ কেরালা হাইকোর্টের বিচারপতি ভি ছিতাম্বরেশ বলেছেন,''ব্রাহ্মণ মানে একজন দ্বিজ, যার দু'বার জন্ম হয়। পূর্বজন্মের পূণ্যের ফলে দু'বার জন্মানোর সুযোগ পান ব্রাহ্মণরা। একজন ব্রাহ্মণের চরিত্রের বেশ কিছু গুণ আছে। পরিচ্ছন্নতা, উচ্চাকাঙ্ক্ষা, দৃঢ় চরিত্র, মূলত নিরামিষাশী। ... কোনও ভাবেই ব্রাহ্মণ সমাজের কাউকে কেউ অবহেলা করলে রুখে দাঁড়ান। ... সমাজের সব উচ্চপদ তাঁদের পাওয়া উচিত।'' আর ১১ সেপ্টেম্বর '১৯, কোটা শহরে 'অখিল ব্রাহ্মণ মহাসভা'র সম্মেলনে স্বয়ং লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা বললেন, ব্রাহ্মণরা জন্মসূত্রেই শ্রেষ্ঠ, তারাই সমাজকে পরিচালনা করেন। তাই কোনও গ্রামে একটি ব্রাহ্মণ পরিবার থাকলেও তাঁর স্থান সব সময় উচ্চে

পাঁশকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর

থাকে। 'গণতান্ত্রিক' দেশের হাইকোর্টের বিচারপতি এবং লোকসভার স্পিকারের কথা!

ব্রাহ্মণ বা অন্য 'উচ্চবর্ণে'র মানুষের শুচিতা ও শুদ্ধতা বজায় রাখতে যে নিয়ম বা রীতি প্রচলিত আছে তা মেনে চলতে গিয়ে 'নিম্নবর্ণে'র মানুষকে সহ্য করতে হচ্ছে মনুষ্যত্বের চূড়ান্ত অবমাননা। একটি গণতান্ত্রিক দেশে গণতান্ত্রিক অধিকার, সামাজিক অধিকার থেকে তাঁরা বঞ্চিত। তার কারণ, আমাদের দেশে স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় যখন সমানাধিকারের দাবি ওঠে, তখন শুধু রাজনৈতিক অধিকারের প্রশ্নে ভোটাধিকার সহ কিছু ক্ষেত্রে সেই দাবিই অর্জিত হয়। সমাজের গণতন্ত্রীকরণের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজটিই হয় অবহেলিত। পরিণতিতে এ দেশে প্রচলিত হয় জাতপাত ভিত্তিক দল ও জাতপাতের রাজনীতি। উচ্চবর্ণের নিম্নের প্রতি ঘৃণা এবং নিম্নবর্ণের উচ্চের প্রতি ক্ষোভ— এটাই হয় ধড়িবাজ রাজনীতিকদের পুঁজি। পুঁজিপতি শ্রেণি জনতার ঐক্য ভাঙতে এই বিভেদকে খুঁচিয়ে তোলো।

আইনের চোখে সবাই সমান বললেও, জীবনের সর্বক্ষেত্রে সেই 'সমানতা' প্রতিষ্ঠিত হতে তাই পদে পদে বাধা। মুখে সমান বললেও বাস্তবে ব্রাহ্মণ ও দলিত এক রাস্তা দিয়ে যেতে পারে না, এক কুয়োর জল খেতে পারে না। 'উচ্চবর্ণে'র মানুষের কৌলিন্য বজায় রাখার স্বার্থে 'নিম্নবর্ণে'র মানুষের ঘোড়ায় চড়া যাবে না, 'উচ্চ' ও 'নিচু' বর্ণের নারী ও পুরুষের মধ্যে ভালবাসার সম্পর্ক গড়ে উঠলে অপরাধ বলে গণ্য হবে। যদি নিম্নবর্ণের মানুষ সে সব করে, তা হলে 'উচ্চবর্ণে'র মানুষ সেটাকে

চারের পাতায় দেখুন

জাতীয় শিক্ষানীতিতে লাভ অনলাইন শিক্ষা কোম্পানির

'প্রগতিশীল' 'বৈপ্লবিক' বুলির আড়ালে বিজেপি সরকারের নয়া জাতীয় শিক্ষানীতি যে শিক্ষা ব্যবসার ব্লু-প্রিন্ট, তা এতদিন বলে আসছিলেন শিক্ষাবিদ, বুদ্ধিজীবী এবং শিক্ষাপ্রেমী জনগণ। এবার তাতে একেবারে সিলমোহর বসিয়ে দিল একটি চিঠি।

উচ্চশিক্ষার অনলাইন কোর্সের বৃহৎ কোম্পানি 'আপগ্রাড' সারা দেশের নানা কেন্দ্রীয় সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে চিঠি লিখে অনলাইন শিক্ষা ব্যবসাকে যৌথ উদ্যোগে সম্প্রসারিত করার আহ্বান জানিয়েছে। কোম্পানির অন্যতম কর্তা রনি স্ক্রুয়ালা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানদের ব্যবসায় যোগ দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে লিখেছেন 'শিক্ষাক্ষেত্রে সাম্প্রতিক পদক্ষেপগুলি আমাদের সাথে আপনাদের দৃঢ় বন্ধন গড়ে তোলার রাস্তা করে দিয়েছে।' তিনি লিখেছেন 'আমাদের কোম্পানি এখন মুম্বাই ইউনিভার্সিটি, জিন্দাল গ্লোবাল ইউনিভার্সিটি, আইআইটি ম্যাড্রাস সহ ১৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অংশীদার হিসাবে পূর্ণ সময়ের অনলাইন ডিগ্রি কোর্স চালু করার কাজ করছি। নয়া জাতীয় শিক্ষানীতি ঘোষণার সাথে সাথে আপনাদের মতো প্রধান বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে অনলাইন কোর্স চালু করার মতো বৈপ্লবিক পরিবর্তনে আমরা প্রথম সারিতে থেকেছি। আপনারা নিশ্চয়ই জানেন ইউজিসি আপনাদের মতো প্রধান বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে অনলাইন ডিগ্রি কোর্স চালু করার সুযোগ করে দিয়েছে।'

ফলে একটা জিনিস পরিষ্কার করোনা মহামারি জনিত পরিস্থিতিতে আর কোনও উপায় নেই, এই অজুহাতে কেন্দ্রীয় সরকার শিক্ষা ক্ষেত্রে শিক্ষক-ছাত্র সরাসরি সম্পর্ক রহিত অনলাইন শিক্ষাকেই প্রধান করে তুলতে চাইছে। শিক্ষার ক্ষেত্রে ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কের যে বহু যুগ পরীক্ষিত সম্পর্ক ছাত্রকে সামগ্রিকভাবে শিখতে সাহায্য করে সেই বিষয়টাকেই অস্বীকার করছে সরকার। শিক্ষা মানে জ্ঞানার্জন, শিক্ষা মানে মানুষ হওয়া, চরিত্রবান হওয়া— জাতীয় শিক্ষানীতিতে অনেক বড় কথা বলা হলেও এইগুলিকে কার্যত অস্বীকার করে শিক্ষাকে করে তোলা হয়েছে নিছক কারিগরি দক্ষতা গড়ে তোলার ট্রেনিং।

অনলাইন শিক্ষার উপর জোর কি কেবল মাত্র করোনা মহামারিজনিত পরিস্থিতিতে জরুরি বলে ভেবেছে সরকার? আসলে ২০১৯ থেকেই কেন্দ্রীয় সরকার জাতীয় শিক্ষানীতিতে কমপক্ষে ৫০ শতাংশ ছাত্রকে অনলাইনের আওতায় আনার পরিকল্পনা করেছে। এর সলতে পাকানো শুরু ২০১৫-১৬ সাল থেকে। এই অনলাইন শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য সার্টিফিকেট বেচা। কে কী শিখল তা নিয়ে মাথা ব্যথার দরকার নেই। বিজেপি নেতা অটলবিহারী বাজপেয়ীর আমলে গঠিত বিড়লা-আম্বানি কমিশন ২০০০ সালে মন্তব্য করেছিল, 'এডুকেশন সেক্টর ইজ মাচ মোর প্রফিটেবল দ্যান ইন্ডাস্ট্রি অ্যান্ড এগ্রিকালচার'। শিল্পে সর্বাত্মক সংকটের কারণে একচেটিয়া পুঁজি মালিকদের এখন লক্ষ্য শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যের মতো পরিষেবাগুলিকে করপোরেট ব্যবসার আওতায় আনা। এ জন্যই বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থাও এ দিকে মন দিয়েছে। এই শর্ত মেনে ভারতীয় একচেটিয়া পুঁজিমালিকদের শিক্ষা বিপণী নিয়ে অন্য দেশের বাজারে ঢুকতে গেলে, নিজের দেশের বাজারে বিদেশি শিক্ষা ব্যবসায়ীদের ঢোকার ছাড়পত্র দিতে হবে। সেই লক্ষ্যেই সাজানো হয়েছে জাতীয় শিক্ষানীতিকে। সম্প্রতি নরেন্দ্র মোদির সাথে গুগল কোম্পানির সিইও সুন্দর পিচাইয়ের বৈঠকে ভারতের ডিজিটাল শিক্ষায় গুগল ৭৫ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করতে চেয়েছে। নিশ্চয়ই এই বিনিয়োগ গান্ধী আশ্রমের কম্বল বিলির জন্য হবে না! হবে অতি মুনাফার সন্ধানেই। শিক্ষার সংশ্লিষ্ট মহলের অভিজ্ঞতা হল অনলাইন শিক্ষা, দূরশিক্ষা বিক্রির একটা চক্র এমনভাবে গড়ে উঠেছে যে তাকে 'শিক্ষা মাফিয়া' আখ্যা দেওয়া যায়।

ভারতের আর্থ সামাজিক পরিস্থিতিতে এই ডিজিটাল শিক্ষা এক নতুন বৈষম্যের জন্ম দেবে। দুই তৃতীয়াংশ ছাত্র-ছাত্রীর পক্ষে এই শিক্ষা কেনার সামর্থ্য বহু দূরের কল্পনা। আর যারা কিনবে তারাও পাবে প্রাণহীন একটা শিক্ষার খোলস। যার চকচকে মোড়কটুকুই আসল সম্বল। এ দিয়ে ছাত্রদের না হবে শিক্ষা, না হবে কারিগরী দক্ষতা। প্রকৃত শিক্ষার অভাবে মরবে মনুষ্যত্ব, মরবে জ্ঞান সাধনা। স্তব্ধ হবে চরিত্র গঠনের শিক্ষা।

হাথরস কাণ্ডে ন্যায়বিচারের পথে বাধা কোথায়

তিনের পাতার পর

ঔদ্ধত্য বলে গণ্য করবে এবং 'সামাজিক শাস্তি'র ফতোয়া দেবে। আর 'নিচুজাতে'র প্রতি ঘৃণা, লাঞ্ছনা যেন 'উঁচুবর্ণে'র অধিকার!

প্রশ্ন হল, হিন্দু সমাজে 'নিম্নবর্ণে'র উপর এই অত্যাচার কি চলবেই? সরাসরি উত্তর হল, শাস্ত্রানুসারী হিন্দুধর্ম বজায় থাকলে এই সামাজিক অত্যাচার চলবে। কারণ, হিন্দুধর্ম ঋগ্বেদের আদিপর্ব মেনে চলে না, চলে চতুর্বর্ণ অর্থাৎ বর্ণভেদ প্রথা মেনে। বর্ণভেদ প্রথাটাই এখানে ধর্মের এবং হিন্দু সমাজের মূল কাঠামো। বর্ণভেদ না থাকলে অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চারবর্ণ না থাকলে হিন্দুধর্মের কাঠামোটাই ভেঙে পড়ে। তা হলে হিন্দু ধর্মটাই আর থাকে না। তাই হিন্দুধর্মে অনেক মানবপ্রেমিক ধর্মীয় মহাপুরুষ এসেছেন, তাঁরা এই সব ভেদভাব দূর করার জন্য অনেক মূল্যবান বাণী রেখেছিলেন। তাঁদের অনেক বাণীই শাস্ত্রানুসারী হয়নি। এক সময় সে সব বাণী সমাজে আলোড়নও তুলেছে, হিন্দু ধর্মে বর্ণভেদ প্রথা ভেঙে ধর্ম-সংস্কারের দাবিও উঠেছে। কিন্তু সেই ধর্মীয় নেতাদের মৃত্যুর পর তাঁদের ভক্তবৃন্দ, সেই বর্ণভেদ সৃষ্টিকারী শাস্ত্রেই মুখ গুঁজেছেন। শাস্ত্রেই যেখানে ভেদনীতির মূল রয়েছে, সেখানে হিন্দুধর্মে 'সমানতা এবং 'সমভাব' আসবে কী করে? ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্য, শূদ্র— এই চার বর্ণ থাকবে, আর ব্রাহ্মণ এবং শূদ্র সমান হবে— এটাও কি হতে পারে? তাই এই হিন্দুধর্মটাই এই ধর্মের অভ্যন্তরে 'সমতা' বিরোধী। অবশ্য শুধু হিন্দু ধর্ম কেন, ইসলাম কিংবা খ্রিস্ট— সব ধর্মেই এই বিভাগ এবং বিভেদ স্পষ্ট। ধর্মের ভিত্তিতে মানুষের ঐক্য আজ কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না।

ত্রিপুরা

দলিতদের ক্ষোভকে পুঁজি করে যেভাবে প্রতিপদে দলিতদের প্রতিই বিশ্বাসঘাতকতা চলেছে, তাতে একদিকে উচ্চবর্ণের অত্যাচার অন্য দিকে তথাকথিত 'মসিহাদের' প্রতারণার শিকার হচ্ছেন দলিত সম্প্রদায়ের সাধারণ মানুষ। উচ্চবর্ণের 'নিম্নবর্ণের প্রতি ঘৃণা'ই তাদের রাজনীতির পুঁজি।

কেউ কেউ মনে করেন দলিত-ক্ষমতায়নই একমাত্র দলিত সমস্যার সমাধান করতে পারে এবং এই রাস্তাতেই দলিতদের দুরবস্থা দূর হতে পারে। এই ক্ষমতায়ন বলতে তাঁরা কী বোঝেন? তাঁরা মনে করেন, দলিত এমএলএ-এমপি হওয়া, মন্ত্রী হওয়া, দলিত প্রতিনিধিদের সংখ্যাগরিষ্ঠতায় সরকার গঠন করাই দলিত-ক্ষমতায়ন। কিন্তু এ যদি হয়-ও তাতে কি দলিত সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে? তা যদি হত তবে তো আজ দলিত-সমস্যা বলে দেশে কিছু থাকতই না। কারণ রাজ্যে রাজ্যে দলিত নেতা-মন্ত্রী, এমএলএ-এমপি-মন্ত্রী তো কম হল না, তাদের সরকারও কম হয়নি। মুলায়ম, মায়াবতী, লালুপ্রসাদের মতো নেতারা রাজ্যে রাজ্যে সরকার গড়েছেন। এমনকি ভারতের রাষ্ট্রপতিও এখন একজন দলিত। পেরেছেন নাকি তাঁরা সমাজ জুড়ে দলিতদের উপর শোষণ, অন্যায়-অত্যাচারের প্রতিকার করতে, তার মাত্রা তিল পরিমাণ কমাতে? পারেননি। সমস্যা যেখানে ছিল সেখানেই আছে। বরং শোষণের মাত্রা বাড়ার সাথে সাথে সমগ্র শোষিত দেশবাসীর মতো তাদের দুরবস্থাও বেড়েছে। এই রাস্তায় যদি সম্ভব হত তবে বারাক ওবামা প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর তো আমেরিকায় কালো মানুষেরা বর্ণবৈষম্যের হাত থেকে রেহাই পেয়ে যেত।

দলিত সমস্যাটি ভারতে সুদূর অতীত থেকে, যেদিন সমাজ চার বর্ণে বিভক্ত হয়েছিল সেদিন থেকেই আজও চলে আসছে। কিন্তু সমাজ ব্যবস্থার অনেক পরিবর্তন সত্ত্বেও দলিত-সমস্যা অটুট থাকল কী করে? আজ তো সামন্তী ব্যবস্থা নেই, ব্রাহ্মণ্যবাদ নেই। সমাজ পরিচালিত হয় গণতান্ত্রিক সংবিধান মেনে। তবুও বর্ণভেদের এই অন্যায় ব্যবস্থাটি থেকে গেল কী করে? কোন সে সামাজিক ভিত্তি যাকে কেন্দ্র করে বহু যুগের এই বৈষম্যমূলক, অন্যায়, অমানবিক ব্যবস্থাটি আজও পর্যন্ত টিকে থাকল? সমাজে তার টিকে থাকার এই ভিত্তিটি হল শোষণমূলক এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থা, যা তার নিজের তৈরি সংকটে আজ নিজেই হাবুডুবু খাচ্ছে। শাসক পুঁজিপতি শ্রেণি চায় না নাগরিক মাত্রেই সমান অধিকারকে স্বীকৃতি দিতে। শুধু বর্ণ নয়, সংকটগ্রস্ত পুঁজিপতি শ্রেণি তার সঙ্কট থেকে বাঁচতে দেশের নাগরিকদের নানা ধর্মেও বিভক্ত করে রাখতে চায়। তাদের পরস্পরকে পরস্পরের বিরুদ্ধে সংঘর্ষে লিপ্ত রাখতে চায়, যাতে তাদের জীবনের সমস্ত সমস্যার মূলে যে রয়েছে এই শোষণূলক পুঁজিবাদী ব্যবস্থা সেটা তারা ধরতে না পারে এবং তা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য সংগ্রাম করতে না পারে।

আমাদের দেশে সংসদীয় বাম কিংবা মার্কসবাদী নামধারী দলগুলি ভারত রাষ্ট্রের শ্রেণি-চরিত্রটি সঠিক ভাবে উপলব্ধি করতে না পারায় দলিত-সমস্যাটিকে একটি বিচ্ছিন্ন সমস্যা হিসাবেই দেখে। তারাও মনে করে দলিতদের ক্ষমতায়ন মানে এমএলএ-এমপি-মন্ত্রী হওয়া, সরকার গঠন করা। এই ভাবনা থেকেই তারা এমনকি 'জাতের লড়াই-ই শ্রেণির লড়াই' এমনও সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেছে। সিদ্ধান্তটি শুধু ভ্রান্তই নয়, এর দ্বারা যে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা জাতিভেদকে প্রতিপালন করছে, তা টিকে থাকতে সাহায্য করে চলেছে, তাকে না ভেঙে যে দলিত জনগণের মুক্তি মিলবে না, সেই সত্যটিকেই আড়াল করা হয়। এই ভ্রান্ত রাজনীতির জন্যই পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে শোষিত মানুষের একটি অংশ হিসাবেই দলিতদের সংগঠিত করা এবং গণআন্দোলনে সামিল করার পরিবর্তে তারা বর্ণবাদী সংগঠনগুলির, দলগুলির লেজুড়বৃত্তি করে দু-একটা এমএলএ-এমপি পাওয়ার চেষ্টা করে চলেছে। আর দলিত সমস্যা যেমন ছিল তেমনই থেকে গেছে। আজ দলিতদের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক সমস্ত রকমের শোষণ-বৈষম্যের থেকে সত্যিই মুক্ত করতে হলে, তাদের সমস্যাকে বিচ্ছিন্ন হিসাবে না দেখে সামগ্রিক ভাবে শোষিত মানুষের সম্যসা হিসাবে, পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবে দেখতে হবে এবং এই সমস্যাগুলিকে শোষণমুক্তির সামগ্রিক সমস্যার সাথে যুক্ত করে তাদের বৃহত্তর গণআন্দোলনের শরিক করে তুলতে হবে। মনে রাখতে হবে, এই শোষণমূলক পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে না ভেঙে দলিত সমস্যার সমাধান হবে না। আর যদি একে শুধুমাত্র একটি বিচ্ছিন্ন সমস্যা হিসাবে দেখা হয় তবে ভবিষ্যতে হয়ত বারবার কাঁসিরাম, মায়াবতী, মুলায়ম, লালুপ্রসাদর মতো আরও নতুন নতুন নেতা তৈরি হবে, তারা এমএলএ-এমপি-মন্ত্রী হয়ে ক্ষমতা ভোগ করতে থাকবে, মণ্ডল রাজনীতির মতো কিছু ধুরন্ধর ক্ষমতালোলুপ রাজনৈতিক নেতা ও দলের জন্ম দেবে, দলিত মানুষের মুক্তি অধরাই থেকে যাবে।

নয়া কৃষি আইন বাতিলের দাবিতে জেলায় জেলায় বিক্ষোভ

পূর্ব মেদিনীপুর ঃ কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের কৃষক নিধনকারী কৃষি আইন বাতিল ও ফসলের ন্যায্য দামের দাবিতে, নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে, রেল সহ সরকারি সম্পত্তির বেসরকারিকরণ রুখতে ১৪ অক্টোবর অল ইন্ডিয়া কিষান-খেতমজদুর সংগঠনের উদ্যোগে প্রতিরোধ দিবস পালিত হয়। পূর্ব মেদিনীপুরে এ দিন তমলুকের রাধামণি হাইরোড বাইপাসে সারাদিন অবস্থান-বিক্ষোভ চলে এবং ৪১ নং জাতীয় সড়ক অবরোধ করে আইনের প্রতিলিপি পোড়ানো হয়। কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেন এআইকেকেএমএস-এর জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য প্রবীর প্রধান, জেলা কমিটির সদস্য শিশির বেরা, অশোক পাত্র প্রমুখ।

তেহট্ট, নদিয়া

পশ্চিম মেদিনীপুর ঃ কেশিয়াড়ীতে ১৪ অক্টোবর বিক্ষোভ কর্মসূচি ও কিষাণ প্রতিরোধ দিবস পালন করল এআইকেকেএমএস। কেন্দ্রের কৃষিস্বার্থ বিরোধী কালা আইনের বিরোধিতা করে একটি মিছিল জগন্নাথ মন্দিরের কাছ থেকে শুরু হয়ে বাজার এলাকা পরিক্রমা করে। ট্রাফিক স্ট্যান্ডের সামনে কৃষি বিলের প্রতিলিপি পুড়িয়ে বিক্ষোভ দেখানো হয়। এরপর বিডিও অফিসে বিক্ষোভ কর্মসূচিতে প্রতিলিপি পোড়ানো হয়। কৃষি আইন বাতিল সহ অন্যান্য দাবিতে বিডিও-কে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন স্নেহাশীষ আইচ, পূর্ণ বেরা, শম্ভু গুড়িয়া, মানস বেরা, সুনীল সিং, মৃত্যুঞ্জয় বেরা প্রমুখ।

গোয়ালপোখর, উত্তর দিনাজপুর

নদীয়া ঃ প্রতিরোধ দিবসে নদীয়া জেলা জুড়ে বিক্ষোভ ধরনা এবং জনবিরোধী কৃষি আইনের প্রতিলিপি পোড়ানো হয়। জেলার করিমপুর ব্লক অফিস, তেহট্ট মহকুমাশাসক দপ্তর, নাকাশিপাড়া ব্লক অফিস এবং কালিগঞ্জ ব্লক অফিস সহ বহু স্থানে জনবিরোধী কৃষি আইন প্রত্যাহারের দাবিতে বিক্ষোভ হয়। এআইকেকেএমএস-এর জেলা সম্পাদক মহিউদ্দিন মণ্ডল বলেন, যতক্ষণ না জনবিরোধী এই কৃষি আইন প্রত্যাহার করা হচ্ছে ততদিন আমরা আন্দোলন চালিয়ে যাব।

স্বরূপনগর, উত্তর ২৪ পরগণা

নারায়ণগড়, পশ্চিম মেদিনীপুর

মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি চিকিৎসকদের

সরকারি চিকিৎসকদের সংগঠন সার্ভিস ডক্টরস ফোরামের পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিয়ে আসন্ন শারোদৎসবে যে জনবিস্ফোরণ হতে চলেছে, তাতে করোনা সংক্রমণের হার ভয়াবহভাবে বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে। চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে, চিকিৎসক, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মীরা গত সাত মাস টানা কাজ করে মানসিক ও শারীরিকভাবে ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। তাই পুজোর পরের বর্ধিত চাপ সামলানোর জন্য স্বাস্থ্য পরিকাঠামো বাড়ানো এবং বর্ধিত চিকিৎসক, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মী নিয়োগ করা অত্যন্ত জরুরি বলে মত প্রকাশ করা হয়েছে। এ জন্য রোস্টার ডিউটির মাধ্যমে তাঁদের পুজোর ছুটি বহাল রাখা, নতুন ডাক্তার, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মী নিয়োগ করা এবং পুজোয় স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার জন্য জনসাধারণের কাছে আবেদন করার দাবি জানানো হয়েছে।

নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে সভা

নারী নিগ্রহ বিরোধী নাগরিক কমিটি ও মানবাধিকার সংগঠন সিপিডিআরএস-এর উদ্যোগে ১৩ অক্টোবর হাওড়া ময়দানে উত্তরপ্রদেশের হাথরাসে মনীষা বাল্মীকির নৃশংস ধর্ষণ ও মৃত্যুর প্রতিবাদে এক সভা হয়। সভার সূচনা করেন মিতা হোড়। বক্তব্য রাখেন সিপিডিআরএস-এর জেলা যুগ্ম-সম্পাদক হাওড়া কোর্টের বিশিষ্ট আইনজীবী বিজয় অগ্রহরি, আইনজীবী আবরাল আহমেদ, হিউম্যান রাইটস-এর পক্ষে গণেশ গুপ্ত, বিপিএ-র রাজ্য সভাপতি অনুপম চক্রবর্তী, বিশিষ্ট সমাজকর্মী সাবিনা সৈয়দ, হুনেই ফতেমা, আইনজীবী মাধুরী ঝা, আইনজীবী আতাউল প্রমুখ। সভা জনসমাগমে ধিক্কার সভার রূপ নেয়। সভা থেকে ১৬ জনের একটি কমিটি গঠিত হয়েছে। বক্তারা মদ ও অশ্লীলতা প্রসারের বিরুদ্ধে এবং নারী নির্যাতন বন্ধে এলাকায় এলাকায় নাগরিক কমিটি গঠন ও কোথাও এই ধরনের ঘটনা ঘটলে প্রতিবাদের আহ্বান জানান।

বেসরকারিকরণের প্রতিবাদে জেলায় জেলায় বিক্ষোভ

নদীয়া ঃ রেল সহ বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার বেসরকারিকরণ করে দেশের কোটি কোটি মানুষের ক্ষুধার অন্ন কেড়ে নেওয়ার প্রতিবাদে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের উপস্থিতিতে নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগর স্টেশন চত্বরে ১৫ অক্টোবর একটি প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। বিশিষ্ট শিক্ষক হররোজ আলির সভাপতিত্বে সভায় বক্তব্য রাখেন, নাগরিক প্রতিরোধ মঞ্চের রাজ্য প্রতিনিধি দীপক চৌধুরী, সাংস্কৃতিক আন্দোলনের কর্মী শেষাদ্রী রায়, হকার্স ইউনিয়নের নেতা তপন কুমার ব্যানার্জী, বঙ্গীয় প্রাদেশিক ব্যাংক কর্মচারী সমিতির নদীয়া জেলা সভাপতি অরুণ কুমার মজুমদার। এছাড়াও বিভিন্ন গণআন্দোলনের স্থানীয় নেতৃত্ব বক্তব্য রাখেন। বক্তারা সকলেই গভীর উদ্বেগের সঙ্গে বেসরকারিকরণ প্রতিরোধে আপামর সাধারণ মানুষকে নিয়ে দীর্ঘস্থায়ী, লাগাতার, সুসংগঠিত যৌথ আন্দোলন গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করেন। সভার শেষে সর্বসম্মতিক্রমে সাতজন সদস্যসহ 'নাগরিক প্রতিরোধ মঞ্চ, কৃষ্ণনগর শাখা'র প্রস্তুতি কমিটি গঠিত হয় এবং ওই কমিটির পক্ষ থেকে কৃষ্ণনগর রেল স্টেশন কর্তৃপক্ষকে একটি স্মারকলিপি দেওয়া হয়।

জেলার রানাঘাট ও শান্তিপুরেও অনুরূপ ভাবে স্থানীয় বিশিষ্ট মানুষ এবং গণআন্দোলনের প্রতিনিধিদের নিয়ে প্রতিবাদ সভা হয়। ওই দুটি স্থানেও নাগরিক প্রতিরোধ মঞ্চের শাখা গঠিত হয়।

কোচবিহার ঃ নাগরিক প্রতিরোধ মঞ্চের ডাকে কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে সংগঠনের কোচবিহার শাখার পক্ষ থেকে ১৫ অক্টোবর কেন্দ্রীয় সরকারের বেসরকারিকরণ নীতির বিরুদ্ধে সুসজ্জিত বিক্ষোভ মিছিল শহরে জুড়ে পথ পরিক্রমা করে। ক্ষুদিরাম মূর্তির পাদদেশে থেকে শুরু হয়ে মিছিল গোটা শহর পরিক্রমা করে সাগরদিঘি সংলগ্ন স্টেট ব্যাংক শাখার সামনে পৌঁছায় এবং নাগরিক প্রতিরোধ মঞ্চের চার জনের একটি প্রতিনিধি দল রিজিওনাল ম্যানেজারকে স্মারকলিপি প্রদান করে। উপস্থিত ছিলেন গ্রামীণ ব্যাংকের প্রাক্তন কর্মী শোভা বল, নাগরিক প্রতিরোধ মঞ্চের রাজ্য স্টিয়ারিং কমিটির সদস্য নেপাল মিত্র সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

আন্দোলনে আদায় হল হোসিয়ারি শ্রমিকদের বোনাসের দাবি

পূর্ব মেদিনীপুর জেলার শ্রম দপ্তর অবশেষে ১৪ অক্টোবর এক ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে হোসিয়ারি শ্রমিকদের ন্যূনতম ১০.১০ শতাংশ হারে বোনাস দেওয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করল। তমলুকের সহকারী শ্রম কমিশনার জানান, মালিক এবং শ্রমিক ইউনিয়ন পক্ষ উভয়কে নিয়ে ত্রিপাক্ষিক সভায় ওই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এবং এক চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়। মালিক সংগঠনের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন গণেশ কাণ্ডার,অলক হাজরা। শ্রমিক ইউনিয়নের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন মধুসূদন বেরা, নেপাল বাগ প্রমুখ।

২৫ সেপ্টেম্বর এআইইউটিইউসি অনুমোদিত ওয়েস্ট বেঙ্গল হোসিয়ারি মজদুর ইউনিয়নের পক্ষ থেকে অন্তত কুড়ি শতাংশ হারে বোনাস এবং লকডাউন পিরিয়ডের কাজ না হওয়া দিনগুলির জন্য অন্তত এক মাসের মজুরি দেওয়ার দাবি নিয়ে লেবার কমিশনারকে চিঠি দেওয়া হয়। সেই পরিপ্রেক্ষিতে তমলুক শ্রম দপ্তরের অফিসে এই ত্রিপাক্ষিক বৈঠক ডাকা হয়েছিল।

মজুরি সংক্রান্ত বিষয়ে পুজোর পরই আবার বৈঠক ডেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে শ্রম কমিশনার জানান।

উল্লেখ্য, জেলায় প্রায় সহস্রাধিক ছোট-বড় হোসিয়ারি কারখানার প্রায় ২০-২৫ হাজার মহিলা সহ পুরুষ শ্রমিক কাজ করে।

পাঠকের মতামত

কুর্নিশ সেইসব সাংবাদিকদের

সমাজমাধ্যমে ১ অক্টোবর প্রচারিত একটি ভিডিও হইচই ফেলে দিয়েছিল। সেখানে উত্তরপ্রদেশের হাথরাসে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট প্রবীণ কুমারকে বুলগাড়ি গ্রামের ধর্ষিতার পরিবারকে ধমকাতে দেখা যায়— "মিডিয়া আজ ইঁয়াহা হ্যায়, কালনেহি রহেগি। আপ সরকার কি বাত মান লো, বয়ান বদলো।"

এই একটি ঘটনাই চোখে আঙুল দিয়ে উত্তরপ্রদেশের বিজেপি সরকারের নির্যাতিতা- ধর্ষিতার বিচার চাওয়া মিডিয়ার প্রতি জঘন্য মানসিকতাকে স্পষ্ট করে দেখিয়ে দিয়েছে। সেখানে সাংবাদিকদের ভয় দেখানো হয়েছে, কয়েকজন সাংবাদিকের ফোন ট্যাপ করা হয়েছে, তাঁদের নির্যাতিতার গ্রামে ঢুকতে বাধাও দেওয়া হয়েছে। সম্প্রতি হাথরাসে যেতে চাওয়া চার সাংবাদিককে দেশদ্রোহিতার মামলায় ফাঁসানো হয়েছে। অর্থাৎ এক কথায় হাথরাসের গণধর্ষণের ঘটনা মিডিয়া তথা সাংবাদিকদের দেশের বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে একেবারে সামনের সারিতে এনে দিয়েছে।

মনে পড়ে সেই অসমসাহসী সাংবাদিকের কথা, যিনি গত ৩০ সেপ্টেম্বর ভোররাতে, প্রবল পুলিশি বাধা অগ্রাহ্য করে স্বৈরাচারী যোগী সরকারের পুলিশের হাথরাসের ধর্ষিতার মৃতদেহ পুড়িয়ে দেওয়ার ছবি তামাম বিশ্বের সামনে নিয়ে এসেছেন। মনে পড়ে অবরুদ্ধ হাথরাসে পুলিশের সাথে বাদানুবাদে জড়িয়ে পড়া সেই সাংবাদিকের কথা, যিনি নির্যাতিতার পরিবারের কাছে যাওয়ার ও সেখানকার আসল পরিস্থিতি মানুষের সামনে তুলে ধরার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়েছিলেন।

সংবাদমাধ্যমকে বলা হয় গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ। যার কাজ দেশে গণতন্ত্র ও ন্যায়ের পক্ষে কাজ করে প্রকৃত সত্যকে তুলে ধরা। কিন্তু দুঃখের কথা হল, এই বুর্জোয়া গণতন্ত্রে মিডিয়া তথা সংবাদমাধ্যম কর্পোরেট পুঁজির কাছে বিকিয়ে গিয়েছে। মুষ্টিমেয় কিছু সংবাদমাধ্যম এবং ব্যক্তি সাংবাদিক আছেন যাঁরা সাহসিকতার সঙ্গে সত্য তুলে ধরতে পিছপা হন না। এক্ষেত্রে গৌরী লঙ্কেশ থেকে সুজাত বুখারীর নাম উল্লেখ না করে পারা যায় না। বর্তমান বিজেপি সরকারের আমলে বহু সাংবাদিকের বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতার মামলা রুজু করা হয়েছে। এমনকি বহু ক্ষেত্রে হত্যা পর্যন্ত করা হয়েছে। ফ্যাসিবাদী আধিপত্যবাদী যে রাজনীতির আমদানি করতে চাইছে কেন্দ্রের আরএসএস-বিজেপি পরিচালিত সরকার, তার একমাত্র লক্ষ্য এক দিকে পুঁজিমালিকের স্বার্থে জনসাধারণের উপর শাসন-শোষণের নির্মম স্টিমরোলার চালানো, অপর দিকে জাত-পাত-ধর্মের ভিত্তিতে ভাগ করে প্রতিবাদী মানসিকতাকে ধ্বংস করার ঘৃণ্য অপচেষ্টা করা এবং মিডিয়াকেও কর্পোরেট পুঁজির করায়ত্ত করে বুর্জোয়া শ্রেণির স্বার্থে তাকে ব্যবহার করা।

হাথরাসের ঘটনা দেখাল, শত চেষ্টা করেও গণতান্ত্রিক চেতনা বিনষ্ট করতে বর্তমান বিজেপি সরকার ব্যর্থ। হাথরাস কাণ্ডে দেশের গণতান্ত্রিক চেতনা জেগে উঠেছে এবং এক্ষেত্রে বলিষ্ঠ ভূমিকা নেওয়া সৎ ও নির্ভীক সাংবাদিকরা বিজেপির এই ঘৃণ্য রাজনীতির মুখোশ টান মেরে খুলে দিয়েছে। সেইসব আদর্শনিষ্ঠ, সৎ ও নির্ভীক সাংবাদিকদের কুর্নিশ জানাই।

সাগর সাঁতরা
বেহালা, কলকাতা

পুলিশি সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লাগাতার বিক্ষোভ নাইজেরিয়ায়

আফ্রিকার দেশ নাইজেরিয়ার মানুষ পুলিশি সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফুঁসছেন। ৮ অক্টোবর থেকে সেখানে লাগাতার চলছে বিক্ষোভ। মানুষ দাবি তুলছেন, অবিলম্বে পুলিশের ঠ্যাঙাড়ে বাহিনি 'স্পেশাল অ্যান্টি-রবারি স্কোয়াড' ভেঙে দিতে হবে এবং দেশের মধ্যে সমস্ত ধরনের পুলিশি সন্ত্রাস বন্ধ করতে হবে।

নাইজেরিয়ায় ১৯৯২ সালে তৈরি হয় এই 'স্পেশাল অ্যান্টি-রবারি স্কোয়াড' বা সার্স। ঘোষিত উদ্দেশ্য ছিল, সশস্ত্র চুরি-ছিনতাই বন্ধ করা। কিন্তু অচিরেই এই বাহিনির বিরুদ্ধে নানা ধরনের অপরাধ, অত্যাচার, চুরি এমনকি হত্যার অভিযোগ উঠতে থাকে। দেশের মানুষ বছরের পর বছর ধরে সহ্য করেছে সার্সের বর্বরতা। অক্টোবর মাসের প্রথম দিকে ফাঁস হয়ে যায় একটি ভিডিও ফুটেজ, যাতে রয়েছে সার্স-অফিসারদের নৃশংস নরহত্যার ছবি। সমাজমাধ্যমে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে সেই ছবি। বিক্ষুব্ধ মানুষ পথে নামে। পুলিশও গুলি, কাঁদানে গ্যাস, লাঠি ঝাঁপিয়ে পড়ে হিংস্র বর্বরতায়। বিক্ষোভের প্রথম ছ'দিনে পুলিশি হামলায় মৃত্যু হয় অন্তত দশ জনের। এতে ক্রোধ ফুঁসে ওঠে নাইজেরিয়ার মানুষের। দেশের বিশিষ্টজনেরাও আন্দোলনের পাশে এসে দাঁড়ান।

চাপে পড়ে ১১ অক্টোবর সরকার সার্স ভেঙে দেওয়ার কথা ঘোষণা করে। জনগণের দাবি মেনে পুলিশি ব্যবস্থার সংস্কারের প্রতিশ্রুতিও দেন প্রেসিডেন্ট। কিন্তু দেশের মানুষের কাছে বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়ে গেছে নাইজেরিয়ার সরকারের। আন্দোলনকারীদের মতে, এর আগেও অনেকবার সরকার এমন প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, কিন্তু রক্ষা করেনি। তাঁরা গোটা পুলিশি ব্যবস্থার কার্যপ্রণালী খুঁটিয়ে দেখে তার খোলনলচে পাল্টানোর দাবি জানিয়েছেন, পাশাপাশি অভিযুক্ত সার্স-অফিসারদের শাস্তি চেয়েছেন।

বাস্তবে তাঁদের আশঙ্কা সত্য প্রমাণ করে ১৩ অক্টোবরই পুলিশ 'স্পেশাল ওয়েপন্স অ্যান্ড ট্যাকটিক্স ইউনিট' বা 'সোয়াট' গড়ার কথা ঘোষণা করেছে। বিক্ষোভকারীদের মতে, সার্স ভাঙতে বাধ্য হলেও তার বদলে একই ধরনের ঠ্যাঙাড়ে বাহিনি 'সোয়াট' তৈরি করে মানুষকে ধোঁকা দিতে চাইছে জনবিরোধী সরকার। এর বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাওয়ার শপথ নিয়েছেন নাইজেরিয়ার মানুষ।

(সূত্র ঃ পিপলস ডিসপ্যাচ, ১৪ অক্টোবর, ২০২০)

টোটোচালকদের বিক্ষোভ

কোচবিহারের তুফানগঞ্জ শহরে সম্প্রতি 'নো এন্ট্রি' করে টোটো চালানো বন্ধ করা হয়েছে। টোটো চালকদের উপর পুলিশি জুলুমও অব্যাহত। এর প্রতিবাদে ১৩ অক্টোবর সারা বাংলা টোটো চালক ইউনিয়ন তুফানগঞ্জ মহকুমা কমিটির পক্ষ থেকে তুফানগঞ্জ মহকুমা শাসকের দপ্তরে বিক্ষোভ দেখানো হয়। পরে টোটো চালকরা তুফানগঞ্জ বাসস্ট্যান্ড চৌপথিতে পথ অবরোধ করেন। পুলিশ আলোচনার আশ্বাস দিলে অবরোধ তুলে নেওয়া হয়। কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেন এআইইউটিইউসি তুফানগঞ্জ মহকুমা সম্পাদক কমরেড আব্দুস সালাম, টোটো চালকদের পক্ষে শিবু সাহা, নিতাই আচার্য, সুব্রত তালুকদার, অক্ষয় বর্মন প্রমুখ।

পলাশিতে শিক্ষা কনভেনশন

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ বাতিলের দাবিতে ১২ অক্টোবর নদীয়া জেলার পলাশিতে শিক্ষা কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। সভার উদ্দেশ্য তুলে ধরেন নূর ইসলাম, মূল প্রস্তাব পাঠ করেন করেন সফিকুল ইসলাম। বক্তব্য রাখেন অল বেঙ্গল সেভ এডুকেশন কমিটির সদস্য ও নদীয়া জেলা সম্পাদক হররোজ আলি সেখ, রাজ্য কমিটির সদস্য ইকবাল হোসেন, নদীয়া জেলা কমিটির সদস্য

দীপেন দত্ত ও স্থানীয় শিক্ষক শাহ নাইমুল হক। কনভেনশনে প্রসাদ রজককে সভাপতি, নূর ইসলামকে সহ-সভাপতি, সফিকুল ইসলামকে সম্পাদক, শামিম আক্তারকে সহ-সম্পাদক, শাহ নাইমুল হককে কোষাধ্যক্ষ করে ১৫ জনের কমিটি নির্বাচিত হয়।

গবেষকদের ফেলোশিপ চালুর আশ্বাস

গবেষকদের সংগঠন ডিআরএসও-র বিশ্বভারতী শাখার আন্দোলনের ফলে ফেলোশিপ সংক্রান্ত দাবি আদায় হল। সংগঠনের পক্ষে সৌরভ চট্টোপাধ্যায়, মনীশ কুমার, অমিত কুমার মণ্ডল, বিউটি সাহা এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন, বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ লিখিতভাবে বলেছেন, ১) ২০১৮ ও ২০১৯ সালের গবেষকদের অক্টোবর, ২০২০ থেকেই মাসিক ফেলোশিপ চালু করা হবে, ১৫ নভেম্বর ২০২০-র মধ্যে ফেলোশিপ সংক্রান্ত আবেদনপত্র গ্রহণ প্রক্রিয়া শেষ করা হবে। নভেম্বর ২০২০-র শেষে তাদের অ্যাকাউন্টে ফেলোশিপ পাঠানো হবে। মার্চ ২০২১-এ তাদের এরিয়ার ফেলোশিপের টাকা দেওয়া হবে। অনলাইন ও অফলাইন— দুভাবেই গবেষকরা ফেলোশিপের আবেদনপত্র জমা করতে পারবেন, ২) শুধুমাত্র অন্তিম বর্ষের গবেষকই নন, এম ফিল-পিএইচডির সমস্ত গবেষকদেরই রেজিস্ট্রেশনের সময়সীমা ৬ মাস বাড়ানো হবে, ৩) এমএইচএ-এ নির্দেশ দিলে গবেষক হোস্টেল খোলা হবে। এ ব্যাপারে নভেম্বরের শুরুতেই বিশ্বভারতীর প্রক্টরের সঙ্গে আলোচনা করা হবে।

ব্যাঙ্ক সহ অর্থনৈতিক সংস্থার বেসরকারিকরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ

বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার যেভাবে রাষ্ট্রায়ত্ত সম্পদ বিশেষ করে ব্যাঙ্ক, রেল, কয়লা, বিদ্যুৎ, প্রতিরক্ষা সহ অন্যান্য সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলির বেসরকারিকরণের উদ্যোগ নিয়েছে তার বিরুদ্ধে সারা দেশ জুড়ে প্রতিবাদ-প্রতিরোধ চলছে । কেন্দ্রীয় সরকারের বেসরকারিকরণের ও শ্রমিক স্বার্থবিরোধী নীতি ও পদক্ষেপের বিরুদ্ধে এআইইউটিইউসি ১-৭ অক্টোবর দেশব্যাপী যে প্রতিবাদ সপ্তাহ পালনের ডাক দিয়েছিল, তারই অঙ্গ হিসাবে ৫ অক্টোবর ছিল ব্যাঙ্ক সহ বিভিন্ন আর্থিক সংস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ দিবস। ওই দিন ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ ইউনিটি ফোরাম, পশ্চিমবঙ্গ, আইডিবিআই ব্যাঙ্ক কন্ট্রাক্ট এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন এবং কন্ট্রাকচুয়াল ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ ইউনিটি ফোরামের উদ্যোগে আয়োজিত কর্মসূচিতে ব্যাঙ্ক কর্মীরা কলকাতার বিবাদী বাগে বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্স অফিসের সামনে প্রতিবাদ-বিক্ষোভে সামিল হন। এখান থেকে শতাধিক ব্যাঙ্ক কর্মচারীর এক প্রতিবাদ মিছিল ইউকো ব্যাঙ্কের হেড অফিস,সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার জোনাল অফিস এবং স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার লোকাল হেড অফিসের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। স্টেট ব্যাঙ্ক থেকে এটিএম কর্মী (কেয়ারটেকার) ছাঁটাইয়ের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে লোকাল হেড অফিসে ডেপুটেশনও দেওয়া হয়। বিক্ষোভ সভায় বক্তব্য রাখেন এআইইউটিইউসি-র রাজ্য সম্পাদক অশোক দাস, কলকাতা জেলা সম্পাদক অনিন্দ্য রায়চৌধুরি, ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ ইউনিটি ফোরামের রাজ্য সম্পাদক বঙ্কিম চন্দ্র বেরা, কন্ট্রাকচুয়াল ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ ইউনিটি ফোরাম, পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ সম্পাদক নারায়ণ চন্দ্র পোদ্দার, সোমনাথ মাইতি, স্বপন সর্দার প্রমুখ। এছাড়া ওই দিন হাওড়া, ঝাড়গ্রাম, নদীয়া, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, কোচবিহার, উত্তর দিনাজপুর প্রভৃতি জেলার বিভিন্ন ব্যাঙ্ক-শাখায় বিক্ষোভ ডেপুটেশনের কর্মসূচি পালিত হয়। এই জনবিরোধী নীতির প্রতিবাদে আগামী দিনে এই রাজ্য সহ সারা দেশ জুড়ে যৌথ উদ্যোগে প্রতিবাদ প্রতিরোধের মাধ্যমে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলা হবে বলে জানিয়েছেন ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ ইউনিটিফোরাম, পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ সম্পাদক গৌরীশঙ্কর দাস।

বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্সের সামনে বক্তব্য রাখছেন কমরেড অশোক দাস

কোচবিহারে এসবিআই-এর মেইন ব্রাঞ্চের সামনে এআইইউটিইউসি-র নেতৃত্বাধীন কন্ট্র্যাকচুয়াল ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ ইউনিটি ফোরাম, এবং ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ ইউনিটি ফোরাম যৌথভাবে এটিএম গার্ড ছাঁটাইয়ের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখায়

কোলাঘাট ব্লক অফিসে ডেপুটেশন

কৃষকস্বার্থ বিরোধী কেন্দ্রের কৃষি আইন ও শ্রমিকস্বার্থ বিরোধী শ্রম আইন বাতিল, নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের মূল্যবৃদ্ধি রোধে পূর্ণাঙ্গ রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য কার্যকর করে কালোবাজারি-মজুতদারদের বিরুদ্ধে অবিলম্বে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ প্রভৃতি ১১ দফা দাবি সহ ব্লক এলাকার উন্নয়নের বিভিন্ন দাবিতে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর পক্ষ থেকে ১৩ অক্টোবর কোলাঘাট বিডিও অফিসে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। অন্যান্য দাবিগুলির মধ্যে অন্যতম হল, রেল-কয়লা-ব্যাঙ্ক-বিমা-প্রতিরক্ষা সহ সরকারি সংস্থাগুলিকে বেসরকারিকরণ রোধ, জাতীয় শিক্ষানীতি-২০২০ বাতিল, বিদ্যুৎ আইন ২০০৩ (সংশোধনী ২০২০) বাতিল, পরিযায়ী সব শ্রমিকের কাজ অথবা ভাতার বন্দোবস্ত, কোভিড-১৯ প্রতিরোধে স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সার্বিক উন্নতি ও ডেঙ্গু প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা, মদ ও মাদকদ্রব্যের প্রসার বন্ধ প্রভৃতি।

ব্লকের ডেপুটেশন কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেন ব্লক কমিটির পক্ষে নারায়ণ চন্দ্র নায়ক, শঙ্কর মালাকার প্রমুখ। বিডিও কেন্দ্র ও রাজ্যস্তরের দাবিগুলি প্রশাসনের উচ্চ আধিকারিকের কাছে পাঠাবেন বলে আশ্বাস দেন। ব্লক এলাকার দাবিগুলি যথাযথ রূপায়ণের প্রতিশ্রুতি দেন।

মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিককে দাবিপত্র পেশ আশাকর্মীদের

আলিপুরদুয়ার ঃ পশ্চিমবঙ্গ আশাকর্মী ইউনিয়নের আলিপুরদুয়ার শাখার পক্ষ থেকে ১২ অক্টোবর মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক এক স্মারকলিপি দিয়ে অতিমারি পরিস্থিতিতে সর্বাঙ্গীন সুরক্ষা ও পূর্ণ পারিশ্রমিকের দাবি জানানো হয়। আশাকর্মীরা রুটিন কাজের পাশাপাশি কো-মর্বিডিটির তথ্য সংগ্রহ ও কোভিড চিহ্নিত করার জন্য বাড়ি বাড়ি গিয়ে লালারস সংগ্রহ করছেন। এই অবস্থায় স্থায়ী স্বাস্থ্যকর্মীর স্বীকৃতি, ২১ হাজার টাকা ন্যূনতম বেতন, পি এফ, পেনশন, গ্র্যাচুইটি, করোনা অ্যালাউন্স, কোভিড আক্রান্তদের ক্ষতিপূরণ, ৮.৩৩ শতাংশ বোনাস, উপযুক্ত ট্রেনিং, উপযুক্ত পারিশ্রমিক দাবি করা হয়।

হাওড়া ঃ জেলার আশাকর্মীরা ২৯ সেপ্টেম্বর সিএমওএইচ দপ্তরে বিক্ষোভ দেখান। সরকারি স্বাস্থ্য কর্মীর মর্যাদা দিয়ে ফরম্যাট প্রথা বাতিল করা, মাসিক বেতন ২১ হাজার টাকা করা, উপযুক্ত পরিকাঠামো ছাড়া 'দিশা' ডিউটি করানো চলবে না সহ সাতটি গুরুত্বপূর্ণ দাবিতে তারা ডেপুটেশন দেন। নেতৃত্ব দেন হাওড়া জেলা সম্পাদিকা মধুমিতা মুখার্জি। কিন্তু সিএমওএইচ আশা কর্মীদের সঙ্গে কথা বলতে অস্বীকার করায় কর্মীদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়। অবশেষে প্রশাসনের হস্তক্ষেপে ৬ অক্টোবর দেখা করতে বাধ্য হন। বাসন্তী সিট ও চৈতালি ভোক্তা দাবি সনদ নিয়ে কথা বলেন।

ডেপুটেশনের পূর্বে হাওড়া বঙ্কিম সেতুর নিচে একটি বিক্ষোভ সভায় বিভিন্ন ব্লকের প্রতিনিধিরা বক্তব্য রাখেন। পরে হাওড়া শহরে একটি বিক্ষোভ মিছিল সংঘটিত হয়।

বুনিয়াদপুরে রাস্তার দাবিতে এসডিও ডেপুটেশন

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বুনিয়াদপুর মহকুমায় পিচলা আঙ্গারুন রসুলপুর রাস্তা উন্নয়ন কমিটির পক্ষ থেকে ৫ অক্টোবর এসডিও-র কাছে কয়েকশো গ্রামবাসী মিছিল করে ডেপুটেশন দেন। বিক্ষোভ মিছিলে নেতৃত্ব দেন হরিশ মাহাতো ও বীরেন মহন্ত। এছাড়া গ্রামের কৃষক সদস্য ধীরেন সরকার, পালক সরকার, গোবিন্দ মাহাতো, পরিমল দাস এবং ভারত সরকার উপস্থিত ছিলেন ।

নারায়ণগড়ে রানওয়ের প্রতিবাদে গণকনভেনশন

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার নারায়ণগড়ে পোক্তাপুল থেকে শ্যামপুরা পর্যন্ত ৫ কিমি আপদকালীন যুদ্ধ বিমান নামার রানওয়ে তৈরির সিদ্ধান্ত হয়েছে। জনবহুল এলাকায় এই রানওয়ে নানা সমস্যার সৃষ্টি করবে, এই আশঙ্কায় এলাকার নাগরিকদের নিয়ে গণকনভেনশন অনুষ্ঠিত হল বাখরাবাদ অঞ্চল অফিসে। প্রশ্ন ওঠে, ২৫ কিমি দূরে কলাইকুন্ডাতে বায়ুসেনার ঘাঁটি থাকা সত্ত্বেও এই জনবহুল এলাকায় কেন রানওয়ে তৈরি করা হচ্ছে। কনভেনশনে শ্যামাপদ জানাকে সম্পাদক ও যুগলকিশোর সিংহকে সভাপতি করে ৫০ জনের নাগরিক কমিটি গঠন করা হয়।

স্থায়ী চাকরির দাবি যুবশ্রীদের

২৯ সেপ্টেম্বর পশ্চিমবঙ্গ যুবশ্রী এমপ্লয়মেন্ট ব্যাঙ্ক কর্মপ্রার্থী সমিতির কোচবিহার জেলা কমিটির পক্ষ থেকে জেলাশাসক দপ্তরে বিক্ষোভ দেখানো হয়। দুই শতাধিক যুবক-যুবতী অংশগ্রহণ করেন। 'ভাতা নয়, চাকরি চাই' এই দাবিতে সোচ্চার হন তারা। মুখ্যমন্ত্রী ২০১৩ সালে যুবশ্রী প্রকল্পের উদ্বোধন করে বলেছিলেন, এক লক্ষ যুবশ্রীকে ১৫০০ টাকা উৎসাহ ভাতা দেওয়া হবে। প্রতি বছর সরকারি বিভিন্ন স্থায়ী চাকরিতে (গ্রুপ-সি ও গ্রুপ-ডি) নিয়োগ করা হবে। কিন্তু প্রায় সাত বছর পার হয়ে গেলেও এই প্রকল্প থেকে কোনও কর্মসংস্থানের খবর নেই। তাছাড়া অনেক শিক্ষিত বেকার যুবশ্রীদের ভাতাটাও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

৫ অক্টোবর যুবশ্রী সংগঠনের পক্ষ থেকে স্থায়ী কর্মসংস্থানের দাবিতে পূর্ব মেদিনীপুরেও চার শতাধিক বেকার যুবক-যুবতী বিক্ষোভ দেখান এবং জেলাশাসকের নিকট স্মারকলিপি দেন। সংগঠনের রাজ্য যুগ্ম-সম্পাদক চন্দ্রকান্ত কুইল্যা, জেলা নেতৃত্ব ডঃ কিশোর গোপাল ভুঁইয়া, বিপ্লব দাস নেতৃত্ব দেন।

বিএসএনএল কর্মীদের বিক্ষোভ অবস্থান

১৭ অক্টোবর হুগলি জেলার চন্দননগরে বিএসএনএল এক্সচেঞ্জ অফিসের সামনে বিএসএনএল ঠিকা কর্মী পরিবার বাঁচাও কমিটির

পক্ষ থেকে সারাদিন শতাধিক ঠিকা শ্রমিক বিক্ষোভ অবস্থান করলেন।

বিএসএনএল কর্মী পরিবার বাঁচাও কমিটির চুঁচুড়া শাখার সম্পাদক মনোজ ঠাকুর বলেন, আমরা গত জুলাই মাস পর্যন্ত সাধারণ মানুষকে পরিষেবা দিয়ে এসেছি। কর্তৃপক্ষ ১৬ মাসের বেতন দেয়নি, প্রাপ্য ইএসআই, পিএফ বন্ধ করে দিয়েছে, ইএসআই হাসপাতালে চিকিৎসার সুযোগ বন্ধ করে দিয়েছে, তবুও আমরা কাজে গেছি। কিন্তু হঠাৎ তারা কাজ বন্ধ করে দিয়ে আমাদের বেঁচে থাকার অধিকার কেড়ে নিয়েছে।

জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা ঠিকা কর্মীরা তাদের দুরবস্থার কথা তুলে ধরেন। অবস্থানে বক্তব্য রাখেন সর্বভারতীয় শ্রমিক সংগঠন এআইইউটিইউসি-র রাজ্য সম্পাদক অশোক দাস এবং মাইগ্র্যান্ট ওয়ার্কার্স অ্যাসোসিয়েশনের কনভেনর অমিতা বাগ। অশোক দাস বলেন, বিএসএনএল কর্তৃপক্ষকে ১৬ মাসের বকেয়া বেতন, প্রাপ্য ইএসআই, ইপিএফ, গ্র্যাচুইটি অবিলম্বে মেটাতে হবে, কোনও শ্রমিক ছাঁটাই করা চলবে না। প্রয়োজনে কেন্দ্রীয় সরকারকে এই শ্রমিকদের কাজ সুনিশ্চিত করতে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। তিনি বিএসএনএল কর্মীদের কাছে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলার আবেদন রাখেন। বক্তারা সমস্ত নাগরিকদের কাছে বিএসএনএল শ্রমিকদের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানান।

কাজের দাবিতে যুব বিক্ষোভ

শূন্যপদে স্থায়ী নিয়োগ, এসএসসি চালু, যুবশ্রীদের স্থায়ী কাজ, মদের ব্যবসা বন্ধ, পরিযায়ী শ্রমিকদের কাজ বা ৭,৫০০ টাকা ভাতার দাবিতে ১৬ অক্টোবর জেলায় জেলায় ডিওয়াইও-র নেতৃত্বে যুবকেরা বিক্ষোভ দেখান। কলকাতায় রাজ্যপালকে ও অন্যান্য জেলায় জেলাশাসক দপ্তরে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। কলকাতায় সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার থেকে সুসজ্জিত মিছিল শুরু হয়ে ধর্মতলায় শেষ হয়। সেখানে এনআরএ-র প্রতিলিপি পোড়ানো হয়। এই কর্মসূচিতে কলকাতা, হাওড়া, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগণা, হুগলির যুবকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

কলকাতা

পুরুলিয়া

মেদিনীপুর শহর

যথেচ্ছ বাসভাড়ার প্রতিবাদে আরটিএ ডেপুটেশন

কলকাতায় সরকার নির্ধারিত বাস ভাড়া না নিয়ে অতিরিক্ত বাস ভাড়া নেওয়ার প্রতিবাদে ৮ অক্টোবর এসইউসিআই (সি)-র পক্ষ থেকে আরটিএ অফিসের চেয়ারম্যান ও সেক্রেটারি দপ্তরের বাইরে বিক্ষোভ দেখানো হয় এবং তাঁদের ডেপুটেশন দেওয়া হয়। দলের কলকাতা জেলা সম্পদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড আয়সানুল হকের নেতৃত্বে চার জনের প্রতিনিধি দল এই ডেপুটেশনে ছিলেন। চেয়ারম্যান বলেন, আপনারাই প্রথম রাজনৈতিক দল যাঁরা লিখিতভাবে এই অভিযোগ করলেন। আমরা অতি দ্রুত ব্যবস্থা নেব।

সিইএসসি-র সদর দপ্তরে বিক্ষোভ অ্যাবেকার

১৪ অক্টোবর কলকাতায় সিইএসসি সদর দপ্তর ভিক্টোরিয়া হাউসে বিদ্যুৎ গ্রাহক সংগঠন অ্যাবেকার পক্ষ থেকে বিক্ষোভ ও ডেপুটেশন দেওয়া হয়। ধর্মতলায় লেনিন মূর্তির সামনে রাস্তা অবরোধ করে প্রতীকী বিদ্যুৎ বিল পোড়ানো হয়। জুলাই মাসের বিলের অস্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্নে কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন মার্চ-এপ্রিল-মে মাসের স্থগিত রাখা কোনও ইউনিট জুলাই মাসের বিলে যুক্ত করা হয়নি। ভবিষ্যতে স্থগিত রাখা কোনও ইউনিট, ইউনিটগতভাবে যুক্ত করা হলে গ্রাহকেরা স্ল্যাব বেনিফিট পাওয়া থেকে বঞ্চিত হবেন— এই অভিযোগে কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, ইউনিটগত ভাবে কোনও বিলের অতিরিক্ত চার্জ যুক্ত করা হবে না। এ সত্ত্বেও জুলাই মাসের বিলের অস্বচ্ছতা নিয়ে গ্রাহকদের ব্যাপক ক্ষোভের প্রশ্নে কর্তৃপক্ষের থেকে কোনও সদুত্তর পাওয়া যায়নি। বিশেষ বিশেষ গ্রাহকের বিলে যে সমস্যা দেখা যাচ্ছে সেগুলোর সমাধান করা হচ্ছে বলে সিইএসসি জানিয়েছে। ক্যাশ অফিসগুলোতে গ্রাহকদের অভিযোগ নিয়ে সমাধানের জন্য অফিসার রাখার দাবির সাথে একমত হয়ে তারা ব্যবস্থা নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। অ্যাবেকার সাধারণ সম্পাদক প্রদ্যুৎ চৌধুরীর নেতৃত্বে রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য সুব্রত বিশ্বাস এবং কলকাতা জেলা সম্পাদক নীরেন কর্মকার ডেপুটেশনে অংশগ্রহণ করেন।

রেলের বেসরকারিকরণের প্রতিবাদে ডিআরএম-কে স্মারকলিপি

রেলের বেসরকারিকরণের প্রতিবাদে ১৫ অক্টোবর শিয়ালদহে পূর্ব রেলের ডিআরএম-কে নাগরিক প্রতিরোধ মঞ্চের পক্ষ থেকে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। চারজনের প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন মঞ্চের আহ্বায়ক ডাঃ তরুণ মণ্ডল। ডিআরএম মঞ্চের বক্তব্য রেলমন্ত্রীর কাছে পৌঁছে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন

নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে সভা

উত্তরপ্রদেশের হাথরসের নৃশংস ঘটনা ও প্রতিদিন ঘটে চলা নারী নির্যাতনের প্রতিবাদে ১১ অক্টোবর নারী নিগ্রহ বিরোধী নাগরিক কমিটি অনলাইন প্রতিবাদ সভার আয়োজন করে। বক্তা ছিলেন মানবাধিকার আন্দোলনের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব অধ্যাপক সুজাত ভদ্র, বিশিষ্ট চিত্র পরিচালক শতরূপা সান্যাল, ডাঃ নূপুর ব্যানার্জী, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক তরুণ মুখোপাধ্যায় এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক অভিজিৎ রায়। সভায় আন্দোলনের আহ্বান জানিয়ে ও হাথরসের ঘটনার দ্রুত ও নিরপেক্ষ তদন্ত সহ পাঁচটি দাবি নিয়ে একটি প্রস্তাব পাশ হয়। সভাপতি তরুণ দাসের বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে সভা শেষ হয়। উপস্থিত ছিলেন কমিটির নেত্রী কল্পনা দত্ত।

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2019-21

বিশ্বে প্রতি মাসে অনাহারে মারা যাচ্ছে ১০ হাজার শিশু

পুঁজিবাদী শোষণের স্বাভাবিক নিয়মে অর্ধাহার, অনাহার, অপুষ্টিতে মৃত্যু চলছিলই। করোনা সংক্রমণ এসে তা আরও বাড়িয়ে দিয়ে গেল। বর্তমানে বিশ্বে ১০ হাজার শিশু প্রতি মাসে মারা যাচ্ছে শুধু না খেতে পেয়ে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা হু জানিয়েছে এই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির কথা। স্কুল বন্ধ থাকায় প্রায় ৩৭ কোটি শিশু স্কুল থেকে খাবার পাচ্ছে না। দারিদ্রের কারণে বাড়িতেও এদের অনেকের খাবার জোটে না। স্বাভাবিকভাবেই ন্যূনতম পুষ্টি হচ্ছে না, টিকাকরণ হচ্ছে না এই শিশুদের। ফলে রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতাও গড়ে উঠছে না। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের নাগরিক এই শিশুরা অতিমারিতে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে ভয়ঙ্করভাবে। পড়াশোনা, খেলাধূলার কোনও সুযোগ নেই, শিশুমনে চাপ পড়ছে ব্যাপক। ঘরের চার দেওয়ালের গণ্ডিতে আটকে থাকায় কল্পনাপ্রবণ শিশুমন অসুস্থ হয়ে পড়ছে মানসিকভাবেও। এই সময় সংকট নিরসনে দেশে দেশে ক্ষমতাসীন সরকারগুলির যে তৎপরতা দরকার ছিল, তা সীমাবদ্ধ রয়েছে অনলাইন ক্লাস বা টেলিভিশনের মাধ্যমে কিছু শুকনো উপদেশ দানের মধ্যে।

বিশ্বের সমস্ত শিশুর ক্ষেত্রে কি এমন ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে? না। করোনাতে ধনী-গরিব বৈষম্য আরও বেড়েছে। সমাজের ১০ শতাংশ অতি ধনী পরিবারের শিশুরা প্রাচুর্যের মধ্যেই রয়েছে। বাকি ৯০ শতাংশ মধ্যবিত্ত-গরিব পরিবারের শিশুদের ভয়াবহ পরিস্থিতি পুঁজিবাদী এই সমাজের আর্থিক অসাম্যকে আরও প্রকট করে দিয়েছে।

ধর্ষক ও খুনিকে গ্রেপ্তার ও শাস্তির দাবিতে হাইলাকান্দিতে বিক্ষোভ

শিবানী নমঃশূদ্রের ধর্ষক ও ঘাতককে অবিলম্বে গ্রেপ্তার ও চরম শাস্তির দাবিতে এআইএমএসএস, এআইডিএসও এবং এআইডিওয়াইও-র উদ্যোগে আসামের হাইলাকান্দিতে ৭ অক্টোবর এক বিক্ষোভ মিছিল হয়। মিছিল হাইলাকান্দির প্রধান প্রধান সড়কগুলি পরিক্রমা করে স্থানীয় রেলস্টেশন চত্বরে জমা হয়। এক সংক্ষিপ্ত পথসভায় বক্তারা নারী নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার পিছনে অশ্লীলতা প্রসার, মদের প্রসার, অপরাধীদের শাস্তি না হওয়া প্রভৃতি প্রসঙ্গ তুলে ধরে সরকারের তীব্র সমালোচনা করেন।

স্কিম ওয়ার্কারদের বিক্ষোভ ও ধর্না

জেলায় জেলায় পৌর স্বাস্থ্যকর্মী, আশা কর্মী, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও মিড ডে মিল কর্মী সহ সমস্ত স্কিম ওয়ার্কারদের স্থায়ী কর্মীর স্বীকৃতি ও মর্যাদা, ন্যূনতম বেতন ২১ হাজার টাকা, প্রভিডেন্ট ফান্ড পেনশন ইএসআই সহ সমস্ত সামাজিক সুরক্ষা ও অন্যান্য দাবিতে স্কিম ওয়ার্কার্স ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ার ডাকে জেলাশাসক, জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিক এবং জেলার প্রকল্প আধিকারিকের কাছে বিক্ষোভ ও ডেপুটেশন কর্মসূচি পালিত হয়।

পশ্চিম বর্ধমান ঃ জেলার বিভিন্ন স্কিমের কর্মীরা ৮ অক্টোবর

পশ্চিম বর্ধমান

জেলা সদর আসানসোলে কোর্ট কম্পাউন্ড চত্বরে জমায়েত হয়ে মিছিল করে জেলা গ্রন্থাগারের সামনে ধর্না অবস্থানে বসে। তিনটি প্রতিনিধিদল জেলাশাসক, জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিক এবং জেলা প্রকল্প আধিকারিকের সাথে দেখা করে তাদের বঞ্চনার কথা ও দাবিগুলি তুলে ধরেন। কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেন স্কিম ওয়ার্কার্স ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ার সর্বভারতীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য সুচেতা কুণ্ডু।

আলিপুরদুয়ার

তমলুক ঃ ১-৭ অক্টোবর রেল-ব্যাঙ্ক-বিমা-কয়লাখনি বেসরকারিকরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সপ্তাহ পালন করা হয় এআইইউটিইউসি-র উদ্যোগে। তারই অঙ্গ হিসেবে ৩ অক্টোবর স্কিম ওয়ার্কার্স দিবসে তমলুকে ক্ষুদিরাম মূর্তির পাদদেশে বিক্ষোভ অবস্থান এবং এলাকায় মিছিল করেন এআইইউটিইউসি সদস্যরা। আশা, আইসিডিএস, মিড-ডে মিল সহ নানা প্রকল্পের কর্মচারীরা আজ এই বিক্ষোভে অংশ নেয়। তাঁদের দাবি প্রকল্পভুক্ত সমস্ত কর্মচারীদের সাম্মানিক বৃদ্ধি করা, বোনাস দেওয়া প্রভৃতি। কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেন আশাকর্মী কৃষ্ণা প্রধান, মিড-ডে মিল কর্মী রাখি বেরা, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী সুতপা দোলুই।

উলুবেড়িয়া ঃ আশা, অঙ্গনওয়াড়ি, মিড-ডে মিল ও পৌর স্বাস্থ্যকর্মীদের সরকারি কর্মীর স্বীকৃতি দেওয়ার দাবিতে ৩ অক্টোবর উলুবেড়িয়া শহরে বিক্ষোভ মিছিল হয়। উলুবেড়িয়া স্টেশনে স্কিম ওয়ার্কার্স ফেডারেশনের

তমলুক

নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন। সমস্ত স্কিম ওয়ার্কারদের সরকারি কর্মীর স্বীকৃতি, মাসিক ২১ হাজার টাকা বেতন, ছুটি, পেনশন ও চিকিৎসা ভাতা, মিড-ডে মিল কর্মীদের বছরে ১০ মাসের পরিবর্তে ১২ মাসের বেতন প্রভৃতি দাবিতে সোচ্চার হন তারা। বিক্ষোভ সভায় বক্তব্য রাখেন এআইইউটিইউসি-র হাওড়া গ্রামীণ জেলা সংগঠক নিখিল বেরা।

কোচবিহার ঃ স্কিম ওয়ার্কার্স ফেডারেশন অফ

হাওড়া

ইন্ডিয়া কোচবিহার জেলার পক্ষ থেকে ৬ অক্টোবর অঙ্গনওয়াড়ি, আশা, মিড-ডে মিল ও পৌর স্বাস্থ্যকর্মীদের দশ দফা দাবিতে জেলাশাসকের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীকে ও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। দুই শতাধিক স্কিম ওয়ার্কার অংশগ্রহণ করেন।

গোয়ালপোখর ঃ মিড ডে মিল কর্মীদের চার মাসের বকেয়া বেতন অবিলম্বে মেটানো, সরকারি কর্মীর স্বীকৃতি, ২১,০০০ টাকা বেতন, পি এফ, পেনশন, বোনাস, ১০ মাস নয় বছরে ১২ মাসের বেতন, মিড ডে মিল বেসরকারি সংস্থার হাতে তুলে না দেওয়া, মিড ডে মিল কর্মীদের বছরে ২ সেট পোশাক, অবসরকালীন ৩ লক্ষ টাকা ভাতা, সরকারি কর্মচারীদের মতো বছরে ২৪ দিন ছুটির দাবিতে উত্তর দিনাজপুরের গোয়ালপোখরে বিডিওর কাছে ডেপুটেশন দেন মিড ডে মিল কর্মীরা। আন্দোলনের চাপে কর্তৃপক্ষ বকেয়া বেতন মিটিয়ে দিতে বাধ্য হন। অন্যান্য দাবির যৌক্তিকতা স্বীকার করে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ জানানোর প্রতিশ্রুতি দেন।

গোয়ালপোখর

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এসইউসিআই(সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৬৫০২৭৬ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৫০২৭৬, e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com